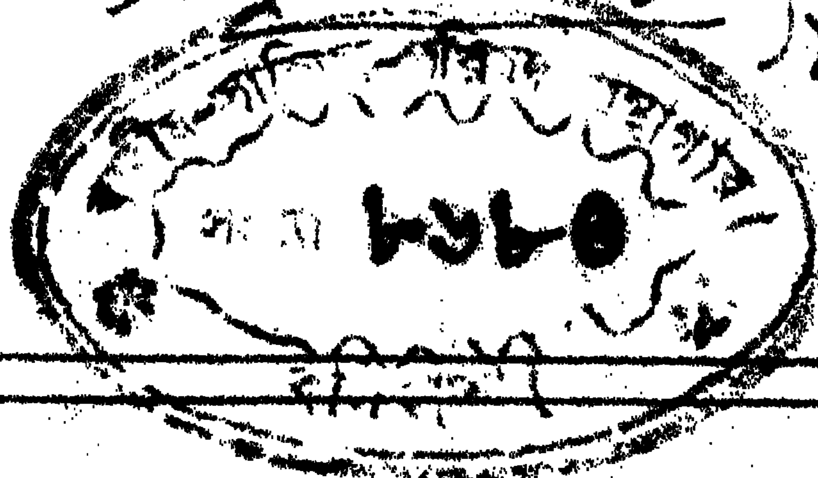
ছোটদের-চয়নিকা

সম্পাদক

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

ও

শ্রীসুনির্মল বসু



১লা আশ্বিন

১৩৩৮



প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।



চিত্র-সম্পাদক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

[দাম দেড় টাকা]

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
১৯।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ছোটদের জন্যে বাঙলা ভাষায় যে সব কবিতা লেখা হ'য়েছে, খুব চমৎকার ক'রে তার একটি সংগ্রহ বের করবার আবশ্যকতা বোধ হওয়ার ফলে 'ছোটদের চয়নিকা'র প্রকাশ।

এ বিষয়ের কল্পনা ও তৎপরতার সহিত মুদ্রণের জন্য আমরা দেব-সাহিত্য-কুটীরের শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার ও 'মাসপয়লা'-সম্পাদক শিশু-সাহিত্যের কৃতী-লেখক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কাছে ঋণী। তাঁদের আগ্রহে ও আন্তরিক চেষ্টাতেই এমন একটি বইয়ের প্রচার সম্ভব হয়েছে। যশস্বী শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উপর বইয়ের চিত্র-সম্পাদনের ভার ছিল। সে কাজ তিনি তাঁর খ্যাতির অনুরূপ ক'রেই ক'রেছেন।

'মৌচাক' থেকে অনেকগুলি কবিতা তার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার আমাদের নিতে দিয়েছেন। অনেক দিক দিয়ে বহু সাহায্য এঁরা আমাদের ক'রেছেন—এঁদের সকলের কাছেই আমরা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিশ্ববরেণ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ থেকে শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠতম ও কনিষ্ঠতম যিনিই ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্যে কবিতা লিখেছেন, তাঁদের লেখা থেকে 'ছোটোদের চয়নিকা' সংগৃহীত হ'য়েছে। এঁদের কাছে আমাদের ঋণ অসীম। চয়নের দোষ-গুণের জন্যে নিন্দা প্রশংসা আমাদেরই প্রাপ্য।

বইটির সঙ্কলন ও মুদ্রণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এবার শেষ করতে হ'য়েছে। সুতরাং এতে অনেক ত্রুটিই যে থাকা সম্ভব তা আমাদের অগোচর নেই। এটি আমাদের প্রথম উদ্যম ব'লে পাঠক পাঠিকারা দোষ-ত্রুটিগুলিকে যেন সহানুভূতির চোখে দেখেন, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

'ছোটদের চয়নিকা'র পরের সংস্করণ সুন্দরতর ও মনোজ্ঞতর হবে, আমরা কথা দিলুম।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩৩৮

শ্রীগিরিজাকুমার বসু
সুনির্ম্মল বসু।

প্রকাশকের কথা

শরতের পুণ্য-প্রভাতে বাঙ্লাদেশের খোকা-খুকুদের হাতে 'ছোটদের চয়নিকা' তুলে দেবার গৌরব যাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় লাভ করা সম্ভব হয়েছে তাঁদের বিষয়ে দু-চারটি কথা বল্‌বো।

সে আজ মাত্র ক-দিনের কথা—

শিশু-সাহিত্যের রূপকার 'মাস-পয়লা'-সম্পাদক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমাদের শিশু-সাহিত্যের মজ্‌লিশে বসে এই শ্রেণীর একখানি পুস্তক-প্রকাশের প্রসঙ্গ তোলেন। শিশু-সাহিত্যের যাদুকর-কবি সতীর্থ শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু সেই আসরেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনি তার নামকরণ করে তার সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করেন।

এই কল্পনার পরিপুষ্টি হয় খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বন্ধুগণের সহায়তায়। আমাদের অত্যাচারে শতকাজ ফেলিয়াও পূর্ণবাবু তার চিত্র-সম্পাদনের ভার নিতে বাধ্য হন। এঁদের তিনজনের অক্লান্ত চেষ্টায় মাত্র ক'দিনের মধ্যে পুস্তকের বর্ত্তমান রূপ দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ কবি শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় আমাদের আব্দার উপেক্ষা করতে না পেরে সুনির্ম্মলবাবুর সহকারিতায় এর সম্পাদন ভার গ্রহণ করে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন।

পূজার পূর্ব্বে পুস্তক প্রকাশ আমাদের অভিপ্রায় জেনে এর সম্পাদন কার্য্য মাত্র ক'দিনের মধ্যে শেষ করতে গিয়ে তাঁকে দিন-রাত যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে সে ঋণ অপরিশোধনীয়।

'মৌচাক'-সম্পাদক অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের কাছে এ-ব্যাপারে আমরা অযাচিতভাবে যে সাহায্য পেয়েছি সে কথা চিরদিন মনে থাকবে।

'ন্যাশান্যাল হাফ্‌টোন' কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন সেনগুপ্ত মাত্র ক'দিনের ভিতর এর সব ব্লক প্রস্তুত করে এবং 'মাস-পয়লা'-প্রেসের স্বত্বাধিকারী ক্ষিতীশবাবু অসুস্থ শরীর নিয়েও মাত্র সাত দিনের মধ্যে এর মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন করে ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু পুস্তকখানির প্রুফ-সংশোধনের ভার নিয়ে পূজার পূর্ব্বে পুস্তক প্রকাশের সহায়তা করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

কলিকাতা

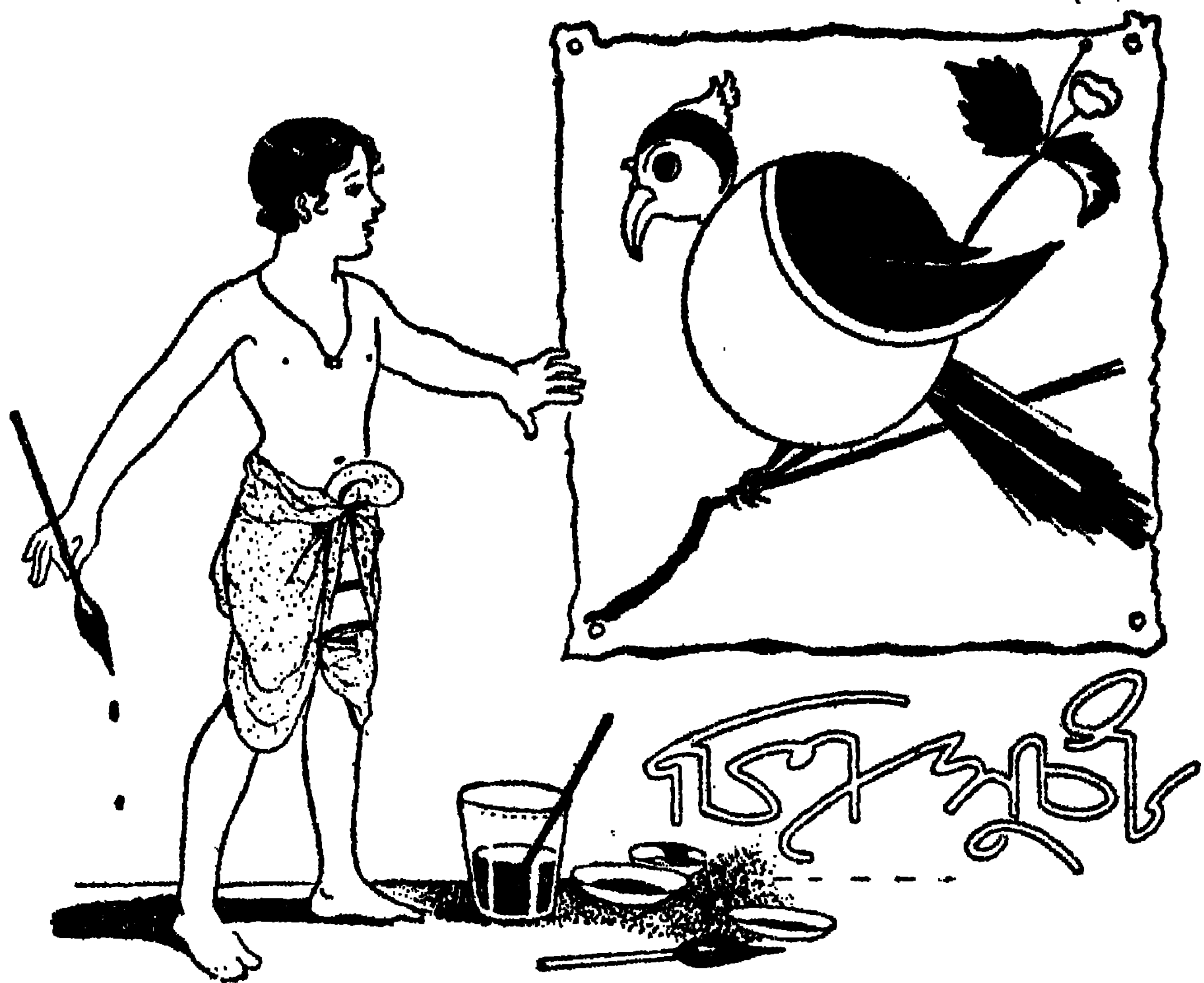
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

১লা আশ্বিন, ১৩৩৮



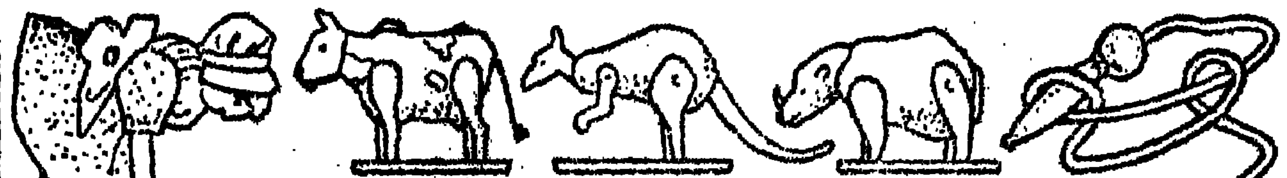
সূচীপত্র

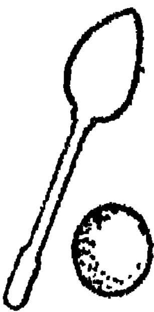
হাসি


চিত্রসূচী

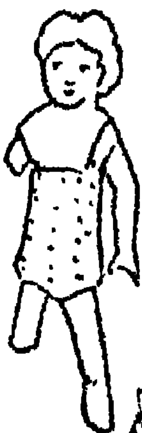


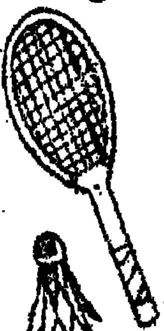




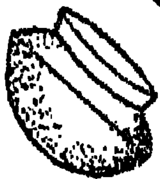


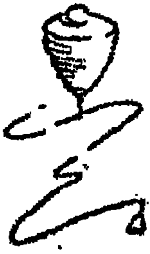
উপহার

















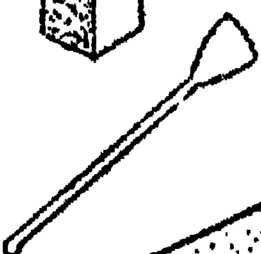


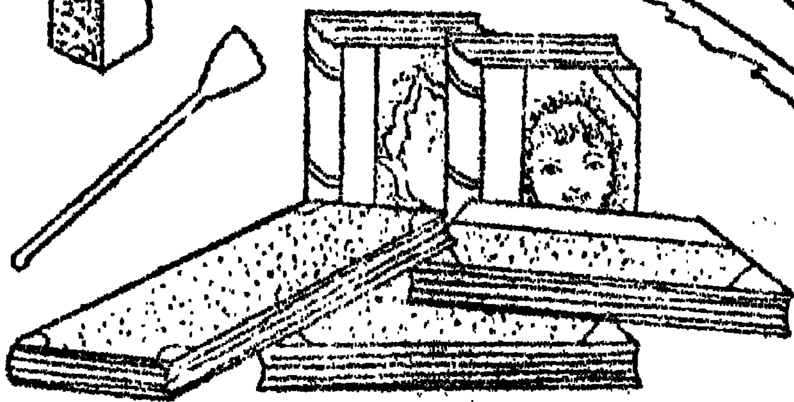


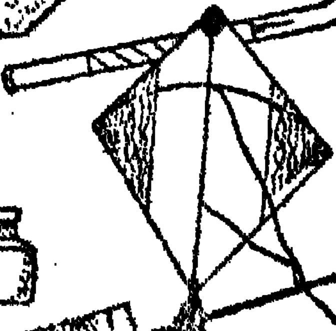






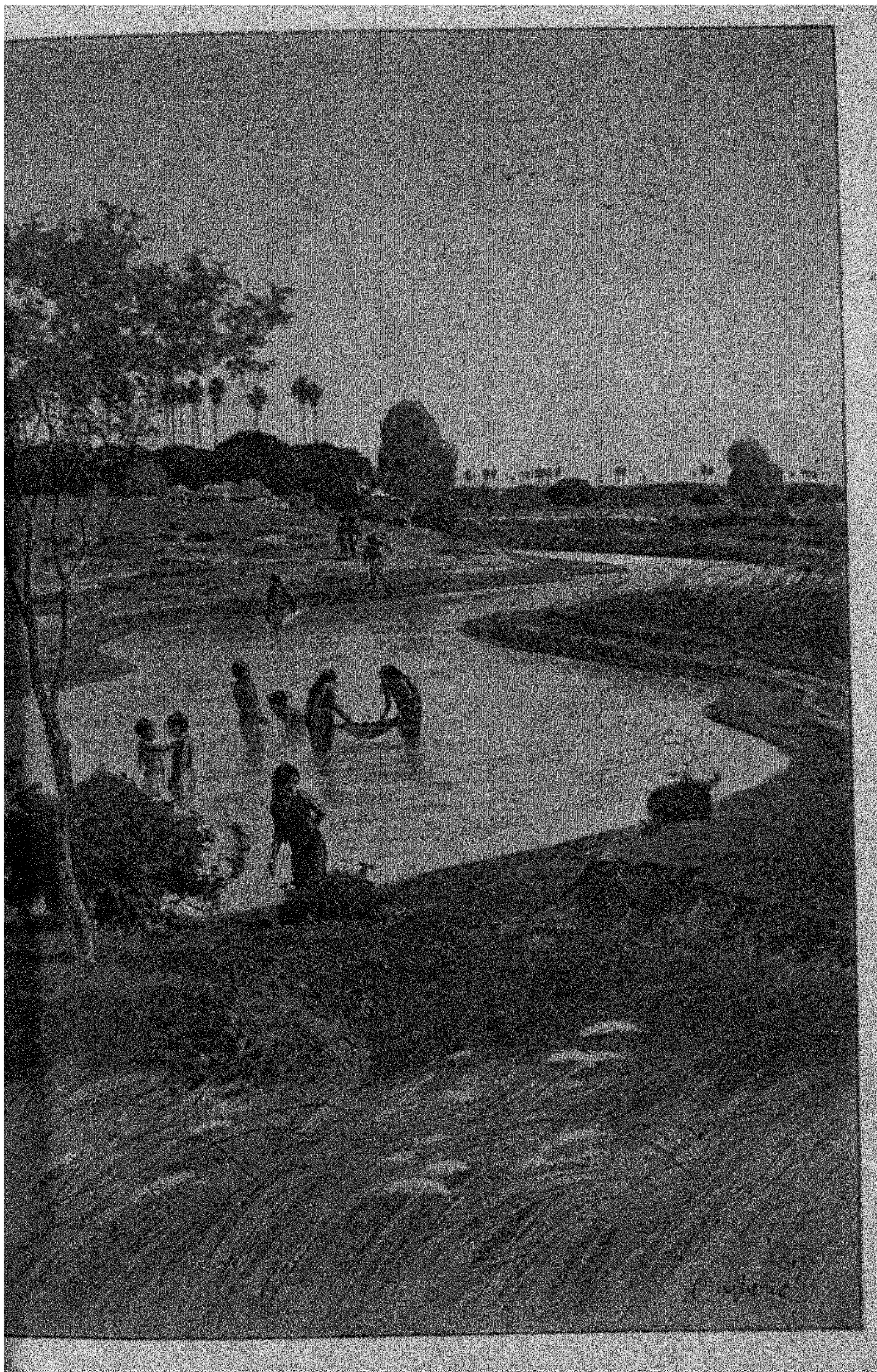


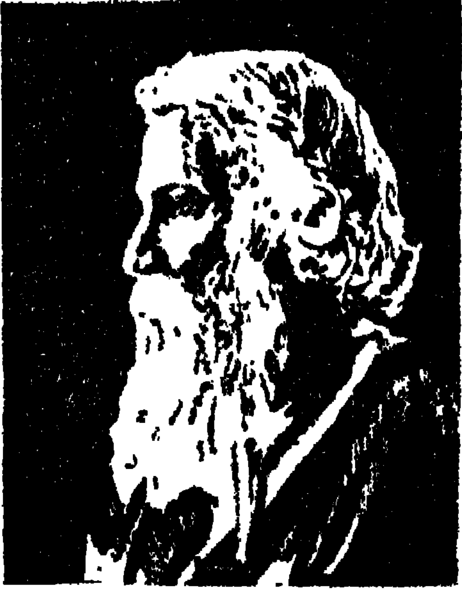







ছোটদের চয়নিকা


P. Ghose



প্রথম পাতায়

লিখ্‌তে যখন বলো আমায়
তোমার খাতার প্রথম পাতে
তখন জানি কাঁচা কলম
নাচ্‌বে আজো আমার হাতে।
সেই কলমে আছে লেগে
ভাদ্র মাসের কাশের হাসি।
সেই কলমে বৈকালীতে
লুকিয়ে বাজে ভোরের বাঁশী।
সেই কলমে দোয়েল শ্যামা
শিস দিয়ে তার বেড়ায় উড়ি',—
পারুল দিদির বাসায় সেথা
কনক চাঁপার কচি কুঁড়ি।

প্রথম পাতায়
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খেলার পুতুল আজো আছে
সেই কলমের খেলা ঘরে ;
সেই কলমে পথ এঁকে দেয়
পথহারা কোন্ তেপান্তরে।
নতুন চিকন অশথ্ পাতা
সেই কলমে আপ্‌নি নাচে-
সেই কলমে বাঁধা পড়ে'
তোমার বয়স আমার আছে

·রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





ছোট নদী

আমাদের ছোটনদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তা'র হাঁটু জল থাকে।
পার হ'য়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ী,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।
চিক্ চিক্ করে বালি, কোথা নাই কাদা,
একধারে কাশ বন ফুলে ফুলে শাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিখের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।
আর-পারে আমবন তালবন চলে,
গাঁয়ের বামুন পাড়া তারি ছায়া তলে।
তীরে তীরে ছেলেমেয়ে নাহিবার কালে
গামছায় জল ভরি' গায়ে তা'রা ঢালে।
সকালে বিকালে কভু নাওয়া হ'লে পরে
আঁচলে ছাঁকিয়া তা'রা ছোট মাছ ধরে।

ছোট নদী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বালি দিয়ে মাজে থালা, ঘটিগুলি মাজে,
বধূরা কাপড় কেচে যায় গৃহকাজে।
আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভর-ভর,—
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।
মহাবেগে কলকল কোলাহল ওঠে,
ঘোলাজলে পাকগুলি ঘুরে' ঘুরে' ছোটে।
দুই কূলে বনে বনে পড়ে' যায় সাড়া
বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



তাল গাছ

তাল গাছ　　এক পায় দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে,
মনে সাধ,　　কালোমেঘ ফুঁড়ে যায়,
একেবারে উড়ে যায়,
কোথা পাবে পাখা সে,
তাইত সে　　ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে ও
মনে মনে　　ভাবে বুঝি ডানা এই
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে' তার।

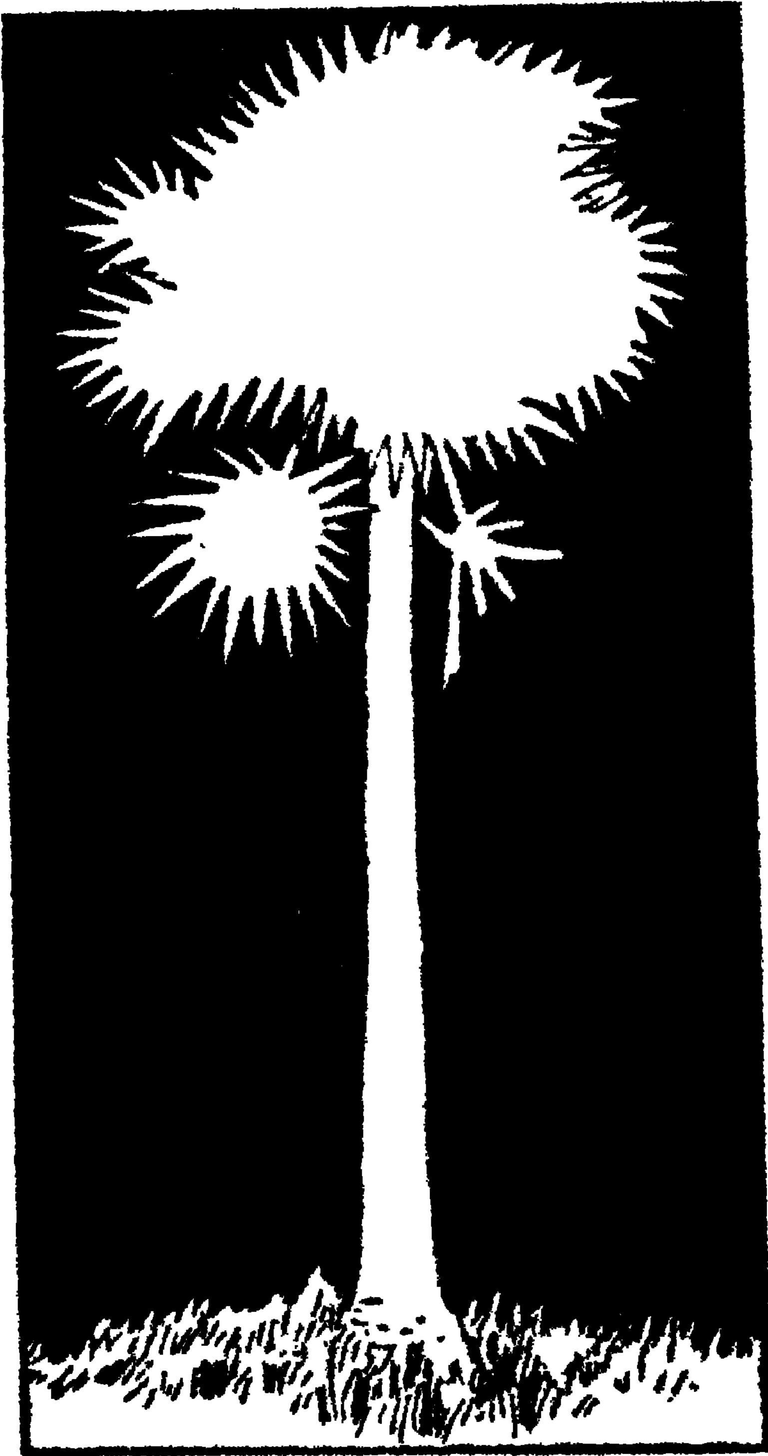
সারাদিন　　ঝর্‌ঝর্‌ থথর্‌
কাঁপে পাতা-পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও,
মনে মনে　　আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও!

তাল গাছ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তারপরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তা'র মনটী
যেই ভাবে, মা যে হয় মাটি তার
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





শরৎ

এসেছে শরৎ, হিমের পরশ
লেগেচে হাওয়ার 'পরে,-
সকাল বেলায় ঘাসের আগায়
শিশিরের রেখা ধরে।
আমলকি-বন কাঁপে—যেন তার
করে তুরু
পেয়েচে খবর, পাতা-খসানোর
সময় হয়েচে সুরু।
শিউলির ডালে কুঁড়ি ভ'রে এলো
টগর ফুটিল মেলা,
মালতী-লতায় খোঁজ নিয়ে যায়
মৌমাছি দুইবেলা।

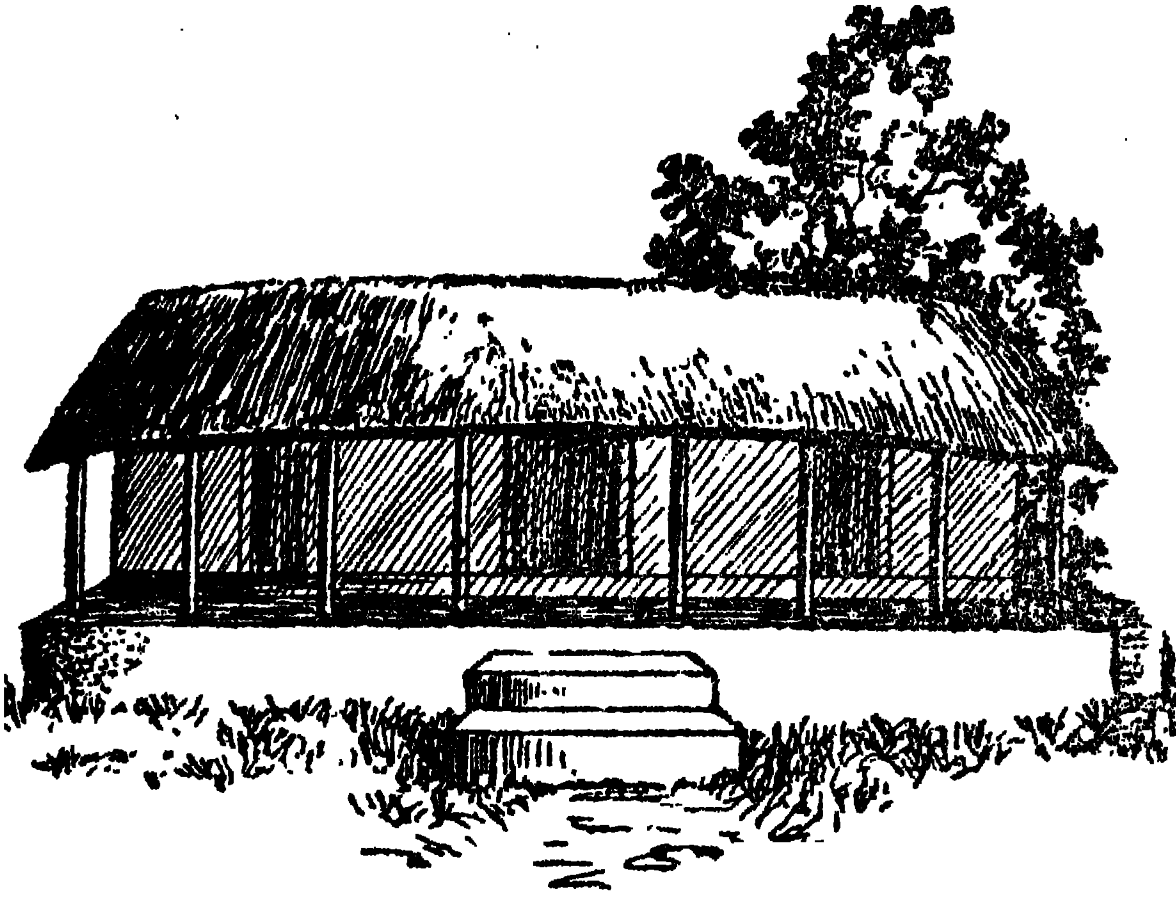
শরৎ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গগনে গগনে বরষণ-শেষে
মেঘেরা পেয়েচে ছাড়া,
বাতাসে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে
নাই কোনো কাজে তাড়া।
দীঘি ভরা জল করে ঢল-ঢল,
নানা ফুল ধারে ধারে,
কচি ধানগাছে ক্ষেত ভ'রে আছে—
হাওয়া দোলা দেয় তা'রে।
যেদিকে তাকাই—সোনার আলোয়
দেখি-যে ছুটির ছবি,
পূজার ফুলের বনে ওঠে ওই
পূজার দিনের রবি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





বাবা বুঝি এল

পূজার ছুটি পাঠশালাটি
ঘুমিয়ে আছে পড়ে,
গুটি কতক চড়াই কেবল
এধার ওধার ওড়ে।

চল্ সবে ভাই বাগানে যাই
মধুর সকাল বেলা,
পাতার নাকে ঝুল্‌ছে শিশির
'রাণীর" নোলক দোলা;

দেখ্ ভাই দেখ্ গেছে ছেয়ে
শিউলি গাছের মূল।
দয়া করে' গাছটি মোদের
ঢেলে দেছে ফুল।

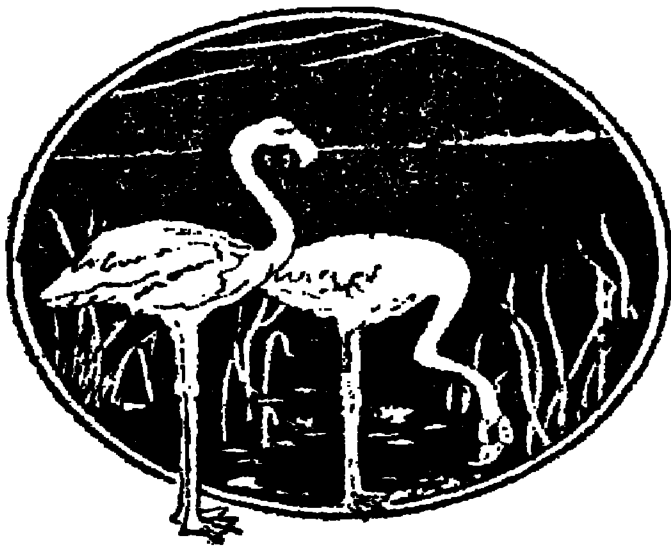
বাবা বুঝি এল

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ফুল নে গেলে হাসবে 'রাণী'
দেবো আঁচল ভরে'—
সারা দিন সে গাঁথবে মালা
বোঁটা গুলি ধরে'।

কিসের আওয়াজ কিসের আওয়াজ
রেলের উপর চল—
পূজার ছুটি এই গাড়ীতে
বাবা বুঝি এলো।

-গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী





কত ভালবাসি

জড়ায়ে মায়ের গলা শিশু কহে আসি ;
"মা, তোমারে কত ভালবাসি !"

"কত ভালবাস ধন ?" জননী সুধায়।
"এ—ত।" বলি দুই হাত প্রসারি' দেখায়।

"তুমি মা আমারে ভালবাস কতখানি ?"
মা বলেন "মাপ তার আমি নাহি জানি।"

"তবু কতখানি, বল।"
"যত খানি ধরে
তোমার মায়ের বুকে।"
"নহে তার পরে ?"
"তার বাড়া ভালবাসা পারিনা বাসিতে।"
"আমি পারি।" বলে শিশু হাসিতে হাসিতে !

-কামিনী রায়



প্রজাপতি

ফুলের দলে প্রজাপতি,
হাসির পরে হাসি !
এমন শোভা দেখ্‌তে আমি
বড়ই ভালোবাসি !
উড়ে উড়ে কেমন তারা
বেড়ায় নেচে নেচে ;
ইন্দ্রধনু দিয়ে পাখা
জান, কে এঁকেছে ?
যাঁর দয়াতে গোলাপ ফোটে—
লোহিত বরণ মাখা,
যাঁর দয়াতে হাসির ছটায়
শিশুর আনন ঢাকা,

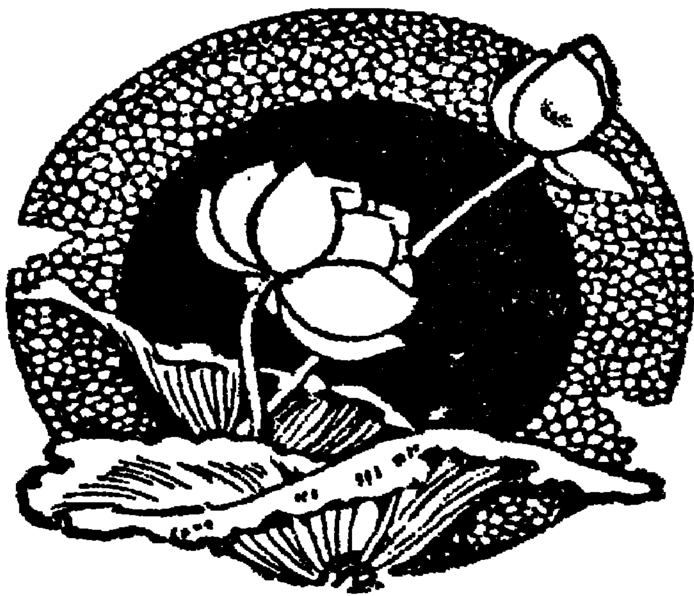


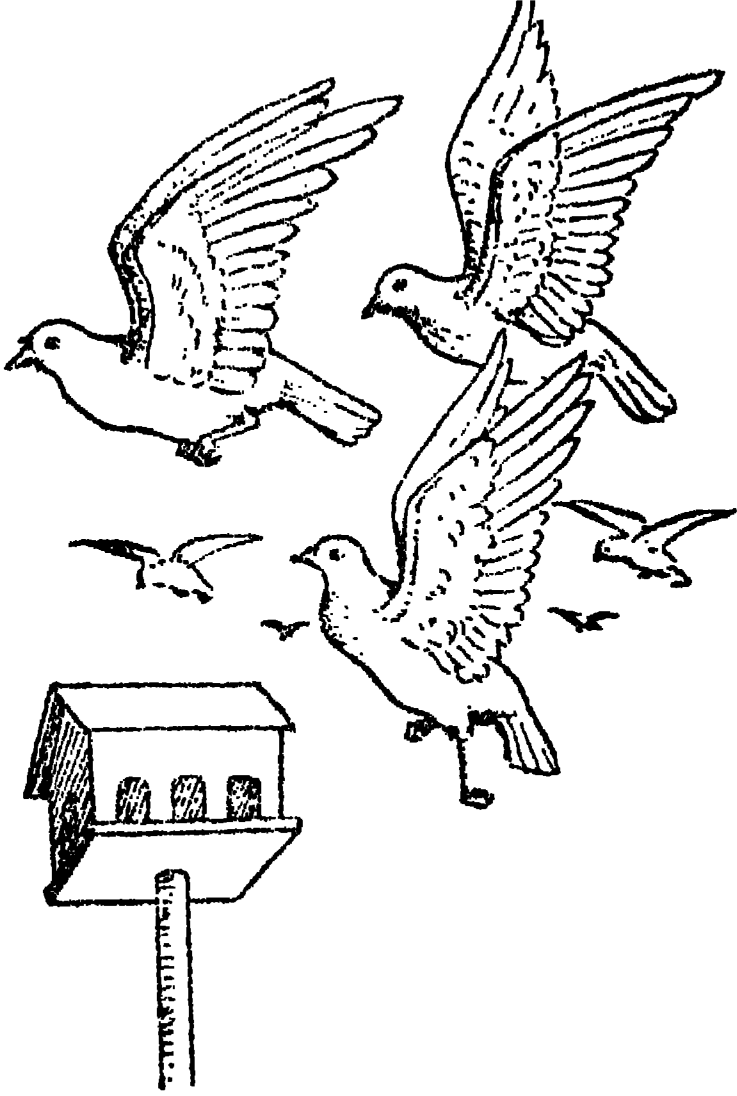
প্রজাপতি

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার

রবি-শশী ফুটিয়ে জগৎ
আলো করেন যিনি,
প্রজাপতির পাখায় হেন
সাজ দিয়াছেন তিনি।

—যোগীন্দ্রনাথ সরকার





খেলা

ছেলেদের ছুটোছুটি তট বালুকায়।
হেসে খায় লুটোপুটি ; কি কথা রটায় ?
ছায়াছবি নেচে ফিরে আলো সাথী সনে,
নীল-পায়রার ঝাঁক ভোরের গগনে।

তারাদল ঘরে-ফেরা পাখী
একসাথে 'ওঠে সবে ডাকি'
সাঁঝের বেলায়।

লুকোচুরি খেলে ফিরে ফিরে
চাঁদ যে রবিরে ঘিরে ঘিরে,
আকাশের গাছের তলায়

খেলা

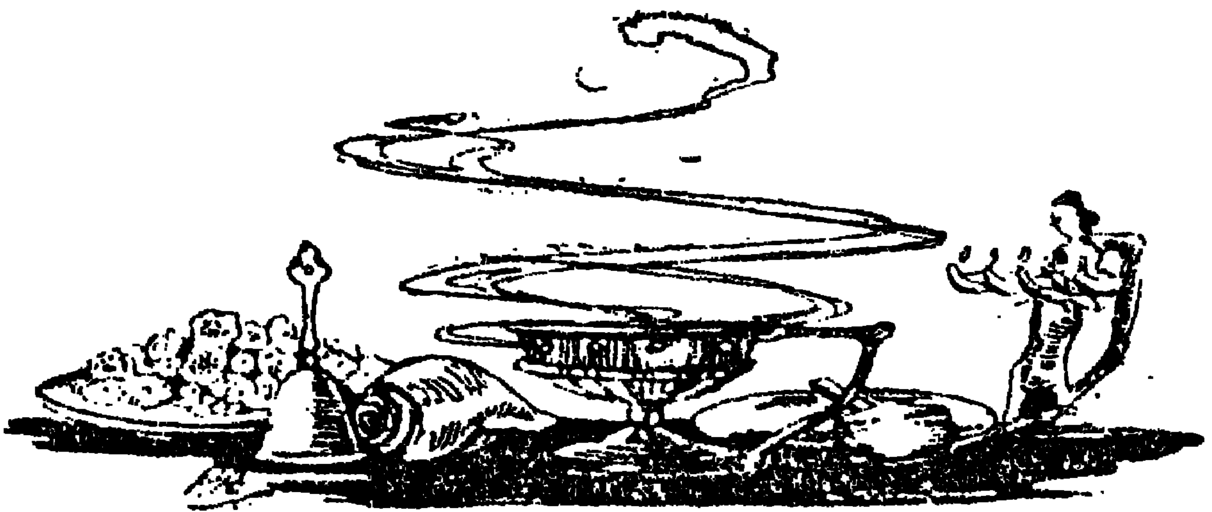
শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী

এক খেলা চিরদিন ছেলেদের মত ;
নাচনের সুর ছাঁদ তেমনি নিয়ত ।

এ নিখিলে দেখি বারে বারে,
গগনে ভুবনে পারাবারে,
সকল মেলায়—
সেই সে পাতার বাঁশী বাজে,
তেমনি খেলনা সারি রাজে
নীল নভে সাগর বেলায় !

খোলা মাঠে বন ছায়ে তটিনীর তীরে
নাগর-দোলায় কে যে দোলে ফিরে ফিরে ।

—প্রিয়ম্বদা দেবী





বর্ষার ধুম

বাংলা দেশে বর্ষা এসে
লাগিয়ে দিলে ধুম,—
পূবে হাওয়া ছুটছে বেগে,
আকাশ ঢাকা কালো মেঘে,
মেঘের কোলে চিকুর দোলে
শব্দ 'গুড়ুম গুম'।

মেঘেরা সব হাওয়ায় চড়ে'
একটু একটু যাচ্ছে সরে,
বৃষ্টি ধারা ছড়ায় তা'
ভিজায় ধরার বুক ;

বর্ষার ধুম

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জল বেধেছে পথে ঘাটে,—
খালে, বিলে, ধানের মাঠে,
ব্যাঙেরা সব করতেছে রব
ফুলিয়ে গলা মুখ !

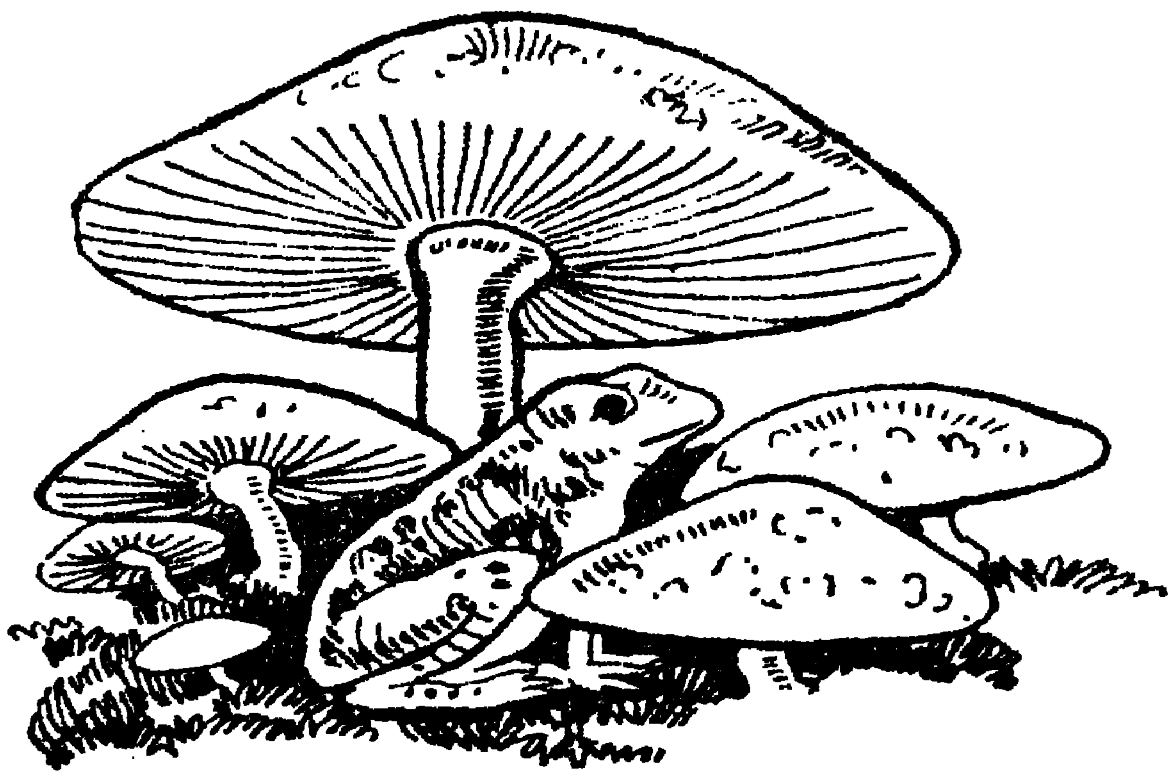
লাঙ্গল কাঁধে টোকা মাথায়
তাড়িয়ে গরু চাষারা যায়,
ধানের ক্ষেতে লাঙ্গল দিতে
স্ফূর্ত্তি ভরা মন্,
আউস ধান আর পাটের চারা
বায়ুর সঙ্গে নাচছে তারা
ক্ষেতে ক্ষেতে উঠছে মেতে
আখ, আইরী, শন।

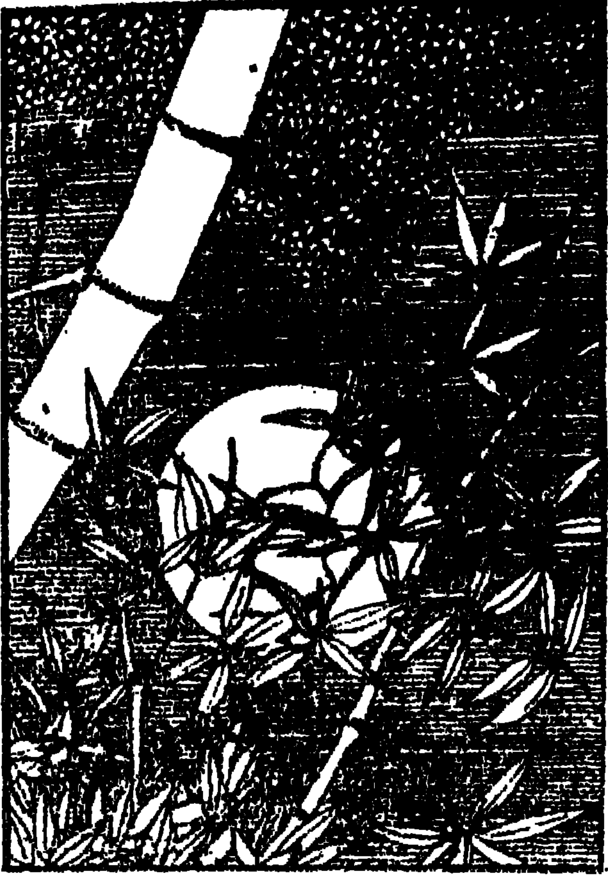
নদ নদীতে নেমেছে ঢল,
খালে বিলে বেড়েছে জল,
উজান জলে ছুটে চলে
কত মাছের দল ;
লাফায় কত ট্যাংরা পুঁটি,
কৈ মাগুরের লুটোপুটি,
কতই চেলা করছে খেলা
নাড়ছে ঘাটের জল।

বর্ষার ধুম
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাজ্‌ল ধরা নূতন সাজে
লিপ্ত সবাই আপন কাজে,
কর্ম্মী যত কর্ম্মে রত
দিচ্ছে অলস ঘুম ;
বাংলা দেশে বর্ষা এসে
লাগিয়ে দিলে ধুম।

—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়





কাজ্‌লা দিদি

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
মাগো আমার শোলক্‌-বলা কাজ্‌লা দিদি কই ?
পুকুর ধারে লেবুর তলে,
থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,
ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা একলা জেগে রই
মাগো আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা দিদি কই ?

সেদিন হতে কেন মা আর দিদিরে না ডাকো ;
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো ?
খাবার খেতে আমি যখন
দিদি বলে ডাকি তখন,
ও-ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো ?
আমি ডাকি, তুমি কেন চুপ্‌টি করে থাকো ?

কাজ্‌লা দিদি

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

বল্‌ মা দিদি কোথায় গেছে, আস্‌বে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল বিয়ে হবে!
দিদির মত ফাঁকী দিয়ে
আমিও যদি লুকাই গিয়ে
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে' রবে?
আমিও নাই—দিদিও নাই—কেমন মজা হবে!

ভুঁই চাঁপাতে ভরে গেছে শিউলী গাছের তল,
মাড়াস্‌ নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল।
ডালিম গাছের ফাঁকে ফাঁকে
বুলবুলিটা লুকিয়ে থাকে,
উড়িয়ে তুমি দিওনা মা, ছিঁড়তে গিয়ে ফল,
দিদি যখন শুনবে এসে বলবি কি মা বল্‌।

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
এমন সময় মাগো আমার কাজ্‌লা দিদি কই?
লেবুর তলে পুকুর পাড়ে
ঝিঁঝিঁ ডাকে ঝোপে ঝাড়ে,
ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা, তাইতে জেগে রই,—
রাত্রি হোল মাগো, আমার কাজ্‌লা দিদি কই?

—যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী



মিনতি

সাড়ে তিন বছরের মেয়ে,
কোমল করিয়া গড়া,
কচি ঘাসে ঝরে' পড়া
শিশিরের চেয়ে।

রজাত কলি, সুধাভরা,
যেন মানবের দেহে
এল বসুধার গেহে
ছাড়িয়া অমরা।

ঢেউ যেন নেচে ধেয়ে চলে,
চোখে মুখে বুকে তার
খুসী যেন বিধাতার
কিরণে উছলে।

মিনতি

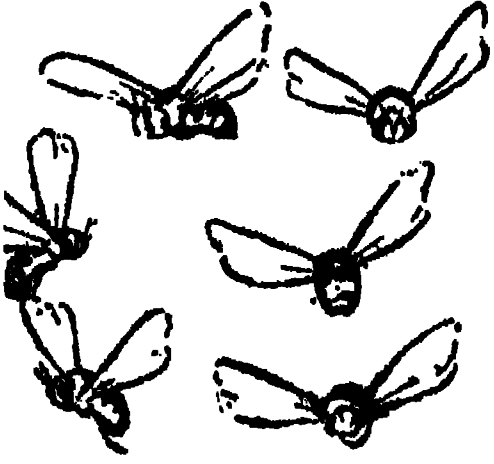
শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু

আঁধারের যেন দীপ-শিখা,
নিশায় চাঁদের রেখা,
ঊষার গগনে লেখা
অরুণের টিকা।

দেবতার পূজার মালিকা,
সোহাগের ডোরে রাখা
শরতের আলো মাখা
চারু শেফালিকা

—গিরিজাকুমার বসু





ছুটি

পূজার ছুটির বন্ধ রে ভাই
পেলাম ছুটি আমরা আজি।
দিই গে 'বকম্ বকম্' ছেড়ে
নীল আকাশে নোটনবাজী!
আজকে ছুদিন উন্‌ঘুনানি,
মৌমাছিদের গুণ্‌-গুণানি,
এবার দূরের পাল্লারে ভাই
খেয়ার ঘাট আজ ছাড়বে মাঝি।

ঝাঁক বেঁধে আজ মরাল-শিশু
ছুট্‌ছে তাদের ঘরের টানে।
বন্ধন-হীন উড়বে উধাও,
দৃষ্টি মানস-সরের পানে।
আয়রে হরিণ দল বেঁধে ভাই,
কেবল ছুটি, কেবল লাফাই,
বাঁধন যেদিন পড়বে গলায়
আনন্দেতে পরতে রাজি।

ছুটি

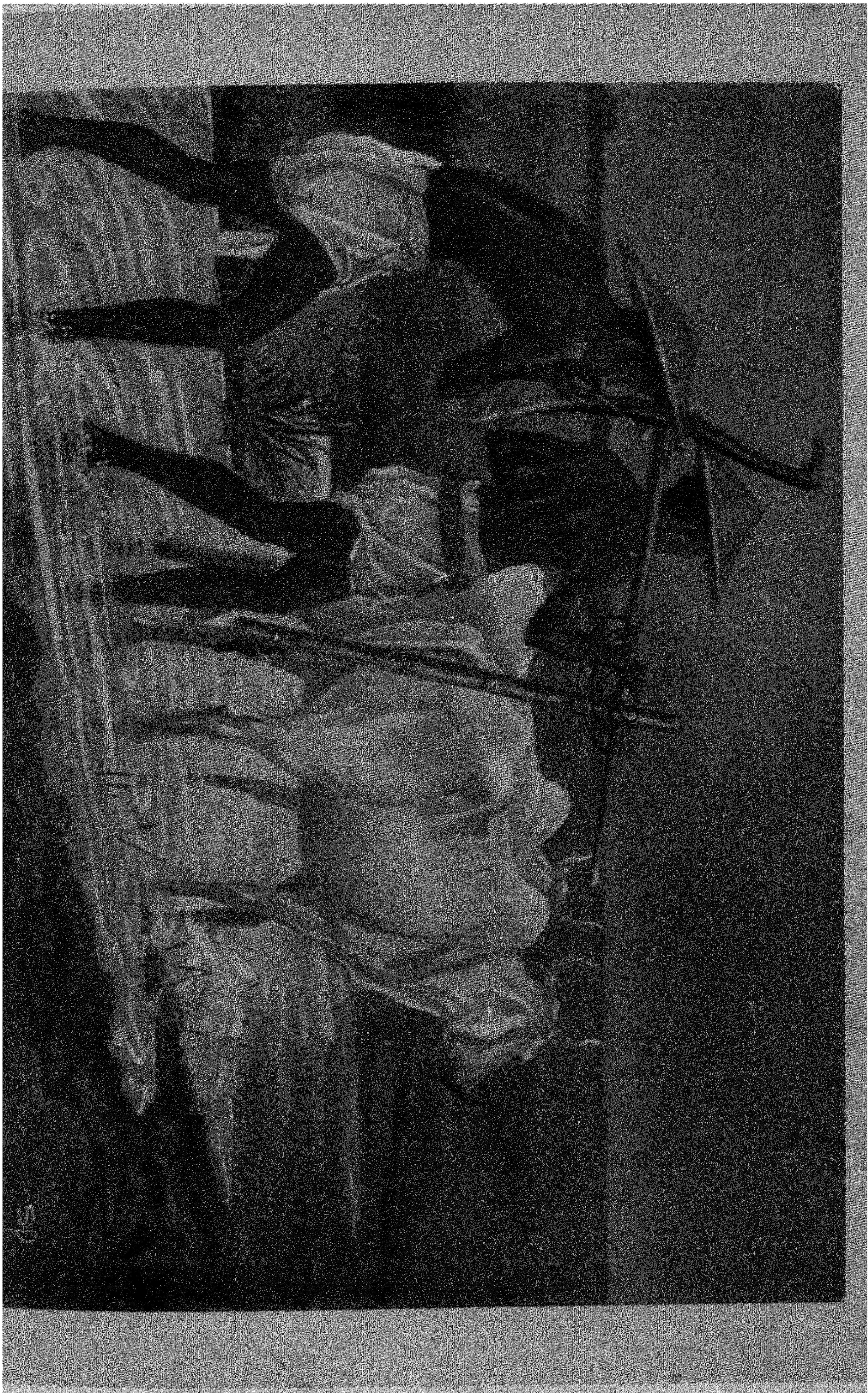
শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক

রাণীর সোণার ভাঙ্গ্‌লো শিবির
নেইক মোটেই নেই পিছু টান্‌,
নবীন মীন্‌ আজ নূতন ঢলে
উল্লাসেতে ছুট্‌বে উজান।

বিশ্ব-বাধায় আর কি ভোলে,
ছুট্‌ছে চকোর নভের কোলে,—
সুধা না পাই তায় ক্ষতি নাই,
সোহাগ পেলেই আমরা বাঁচি।

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক







ইল্‌শে গুঁড়ি

ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি
ইলিশ মাছের ডিম।
ইল্‌শে গুঁড়ি ইল্‌শে গুঁড়ি
দিনের বেলার হিম।
কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে,
পড়্‌তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ হেসেছে
আল্‌তা-পাটি শিম্।
ইল্‌শে গুঁড়ি হিমের কুঁড়ি,
রোদ্দুরে রিম্‌ঝিম্।

হাল্‌কা হাওয়ায় মেঘের ছাওয়ায়
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ,—
ইল্‌সে গুঁড়ির নাচন্ দেখে
নাচ্‌ছে ইলিশমাছ।

ইল্‌শে গুঁড়ি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কেউ বা নাচে জলের তলায়
ল্যাজ তুলে কেউ ডিগবাজি খায়।
নদীতে ভাই! জাল নিয়ে আয়,
পুকুরে ছিপ গাছ।
উল্‌সে ওঠে মনটা, দেখে
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।

ইল্‌শে গুঁড়ি পরীর ঘুড়ি
কোথায় চলেছে,
ঝুম্‌রো চুলে ইল্‌শে গুঁড়ি,
মুক্তো ফলেছে!
ধানের বনে চিংড়িগুলো
লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে নুলো;
ব্যাঙ্‌ ডাকে ওই গলা ফুলো,
আকাশ গলেছে;
বাঁশের পাতায় ঝিমোয় ঝিঁঝিঁ
বাদল চলেছে।

মেঘায় মেঘায় সূর্য্যি ডোবে
জড়িয়ে মেঘের জাল,
ঢাক্‌লো মেঘের খুঞ্চে-পোষে
তাল-পাটালীর থাল!

ইল্‌শে গুঁড়ি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

লিখছে যারা তালপাতাতে
খাগের কলম বাগিয়ে হাতে
তালবড়া দাও তাদের পাতে
টাট্‌কা ভাজা চাল ;
পাতার বাঁশী তৈরী করে'
দিয়ো তাদের কাল।

খেজুর পাতায় সবুজ টিয়ে
গড়তে পারে কে ?
তালের পাতার কানাই ভেঁপু
না হয় তাদের দে,
ইল্‌শে গুঁড়ি—জলের ফাঁকি
ঝরছে কত বলব তা কী ?
ভিজ্‌তে এলো বাবুই পাখী
বাইরে ঘর থেকে ;—
পড়্‌তে পাখায় লুকালো জল
ভিজলো নাকো সে

ইল্‌শে গুঁড়ি ! ইল্‌শে গুঁড়ি।
পরীর কানের দুল,
ইল্‌শে গুঁড়ি ! ইল্‌শে গুঁড়ি !
ঝুরো কদম ফুল।

ইল্‌শে গুঁড়ি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ইল্‌শে গুঁড়ির খুনসুড়িতে
ঝাড়্‌ছে পাখা—টুনটুনিতে
নেবুফুলের কুঞ্জটিতে
দুল্‌ছে দোদুল দুল্‌;
ইল্‌শে গুঁড়ি মেঘের খেয়াল
ঘুম-বাগানের ফুল।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



দুপুরে

চোখ পড়ে ঢুলে গো, মন পড়ে ঢুলে গো,
তপনের মায়াতে,
চোত্ গেছে পালিয়ে, তাপ-শিখা জ্বালিয়ে,
স্বপনের ছায়াতে।

ফটিকের ধারা কৈ, চাতকেরা সারা ঐ,—
বুক হ'ল মরু যে!
সুর-ভোলা পাপিয়া! মূর্চ্ছিত কাঁপিয়া,
বকুলের তরু যে!

কাছে আর সুদূরে, দুপুরের নূপুরে,
হু-হু তান আগুনের,
শোনা যায় ক্ষিতিতে, সুধু আজ স্মৃতিতে
'কুহু' গান ফাগুনের!

গোলাপের রেণু নাই, প্রলাপের বেণু তাই
বাতাসেতে গুঞ্জে,
একি কাল-বেলি এ, কুঁড়ি তাই এলিয়ে
হুতাশেতে কুঞ্জে!

দুপুরে

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়

রাখাল সে ঘুমিয়ে, বাঁশী-মুখ চুমিয়ে,
ধূপ-শুকো হাওয়া রে !
মহিষেরা কর্দ্দম মাখে শুধু হর্দ্দম !
আর খোঁজে ছাওয়া যে !

ঘু-ঘু-ঘু ঐ ডাকে নির্জ্জনে বৈশাখে
কোথা দূর বনেতে,
রোদ-ভরা পথ দিয়ে, প্রাণ-ভরা ঘুম নিয়ে
আসে সুর মনেতে !

ঘু-ঘু-ঘু ডাকেরে, মরমের ফাঁকেরে
ছায়া-মাখা ছন্দে,
যেন সুর নাচেরে, করুণায় যাচেরে,
ঘুমেরি আনন্দে !

ঘু-ঘু-ঘু আসে গীত, আকাশে ভাসে প্রীত্,
সাথে নিয়ে তন্দ্রা,
চোখ পড়ে ঢুলে গো, মন পড়ে ঢুলে গো,
তাপে আনে চন্দ্রা !

-হেমেন্দ্রকুমার রায়



পথের মাঝে

বেরিয়ে যখন পড়েছি ভাই
থাম্‌লে তো আর চল্‌বে না,
হিমালয়ের বরফ জেনো
ঘাম্‌লে তবু গল্‌বে না।

সাম্‌নে চেয়ে—এগিয়ে চলো
ভয় পেওনা বাদ্‌লাতে,
পয়সা যদি ফুরিয়ে থাকে
চালিয়ে নেব আধ্‌লাতে।

পথের মাঝে

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব

উপোস করে' চল্‌ব তবু
কিছুর ভয়ে টলবো না,
মনের কথা লুকিয়ে মুখে
শত্রুকে আর ছল্‌ব না।

বিঁধ্‌ছে কাঁটা ? ফুট্‌ছে কাঁকর ?
ফুটুক তবু ছুট্‌বো হে,
ইন্দ্রদেবের স্বর্গটাকে
সবাই মিলে লুট্‌ব হে।

চাঁদের ঘরে কী ধন আছে
উট্‌কে চলো দেখ্‌বো রে,
ধাক্কা দিয়ে তারায় তারায়
সূর্য্যে গিয়ে ঠেক্‌বো রে।

-নরেন্দ্র দেব





পূজোর ফরমাস

চাই না পূজোর জরির পোষাক—চাই না এবার আলপাকা,
নক্সা-কাটা রেশমী রুমাল বিলাসিতার রং মাখা,—
মোটা জামা মোটা কাপড়—তাই আমারে দিস্ কিনে,
তাঁতের বোনা হাতের সূতো—দাম যে মা তার লাখ্ টাকা।

কাজ কি বাজে বাবুয়ানি,—খদ্দর তো ভদ্র-বেশ ;
মহাত্মাজির ঐ ত বাণী,—পি, সি, রায়ের ঐ আদেশ।
তাঁদের কথা কোন্ মুখে মা ফেলব ঠেলে ফেলব আজ ?
বিদেশী চিজ্ কিনবো নাকো, নেই কি আমার লজ্জা লেশ।

জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ ঢের ;
একটি ফোঁটা রক্ত আমার থাকবে য'দিন এই দেহের—
ঐ কথাটি বুকে লেখা থাকবে সোনার অক্ষরে ;
তোমাদেরি কোলে আমার জন্ম যেন হয় মা ফের !

পূজোর ফরমাস

শ্রীযুক্ত কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

তোমার হাতের শাক-ভাতে-ভাত লাগে কি মা তার কাছে—
পোলাও কোর্ম্মা কোপ্তা কাবাব ? হোটেলে ত ঢের আছে।
স্বদেশ-জাত সকল জিনিষ তেমনি লাগে মিষ্টি গো—
পাত্‌লা, পুরু, সস্তা, দামী,—দোষ গুণ তার কে বাছে ?

আর এক কথা বলতে তোমায় ভুল করেছি—মস্ত ভুল,
ঐ খানেতে খেলতে আসে হাতে চাঁপা, টগর ফুল,
মতি চারু দুটি ভাই-এ, বড়ই গরীব মা-হারা,—
দেখ্‌লে মায়া হয় মা তাদের মলিন মুখ আর রুক্ষ চুল।

আমারে যা দিবি কিনে তাদেরো তাই দিস্ কিনে,
মোটা জামা মোটা কাপড়—চাইনা মিহিন্ ফিন্‌ফিনে,
যত্ন আদর করবে তাদের—মুখের পানে চাইবে কে ?
সংসারে কেউ নেইক তাদের বিধবা এক বোন বিনে।

দেশ ছেয়ে মা এমনিতর অনাথ ছেলে মেয়ের দল
দুখের বোঝা বইছে বুকে ফেল্‌ছে কত চোখের জল—
তাদের অশ্রু কে মুচাবে ? দুঃখ তাদের বুঝবে কে ?
পাইনা ভেবে কুল কিনারা—হৃদয় শুধু হয় বিকল।

আয় দুজনে আয় করি আয় মা দুর্গারে প্রার্থনা,
দাও ঢেলে দাও ওদের প্রাণে শান্তি এবং সান্ত্বনা;
ফুট্‌লে হাসি এদের মুখে টুট্‌বে আঁধার জগৎময়—
নইলে মোদের ব্যর্থ পূজা, কি বলিস্ মা ? ব্যর্থ না ?

—কিরণধন চট্টোপাধ্যায়



শরতে

ছুটীর খবর এসেছে আজ নীল আকাশের পথে !
ও ভাই—ছুটী—ছুটী- ছুটী
আয়না—চোখে দেখনা—ওকে অরুণ আলোর রথে
সোনা—ছড়ায় মুঠি—মুঠি !
তরু লতায়, পাখীর নীড়ে, হর্ষে জড়
সারং—বাজ্ছে বনে বনে,
নূতন নূতন পোষাক পরে' মেঘ আকাশের পরী
কেমন—সাজছে খনে খনে।

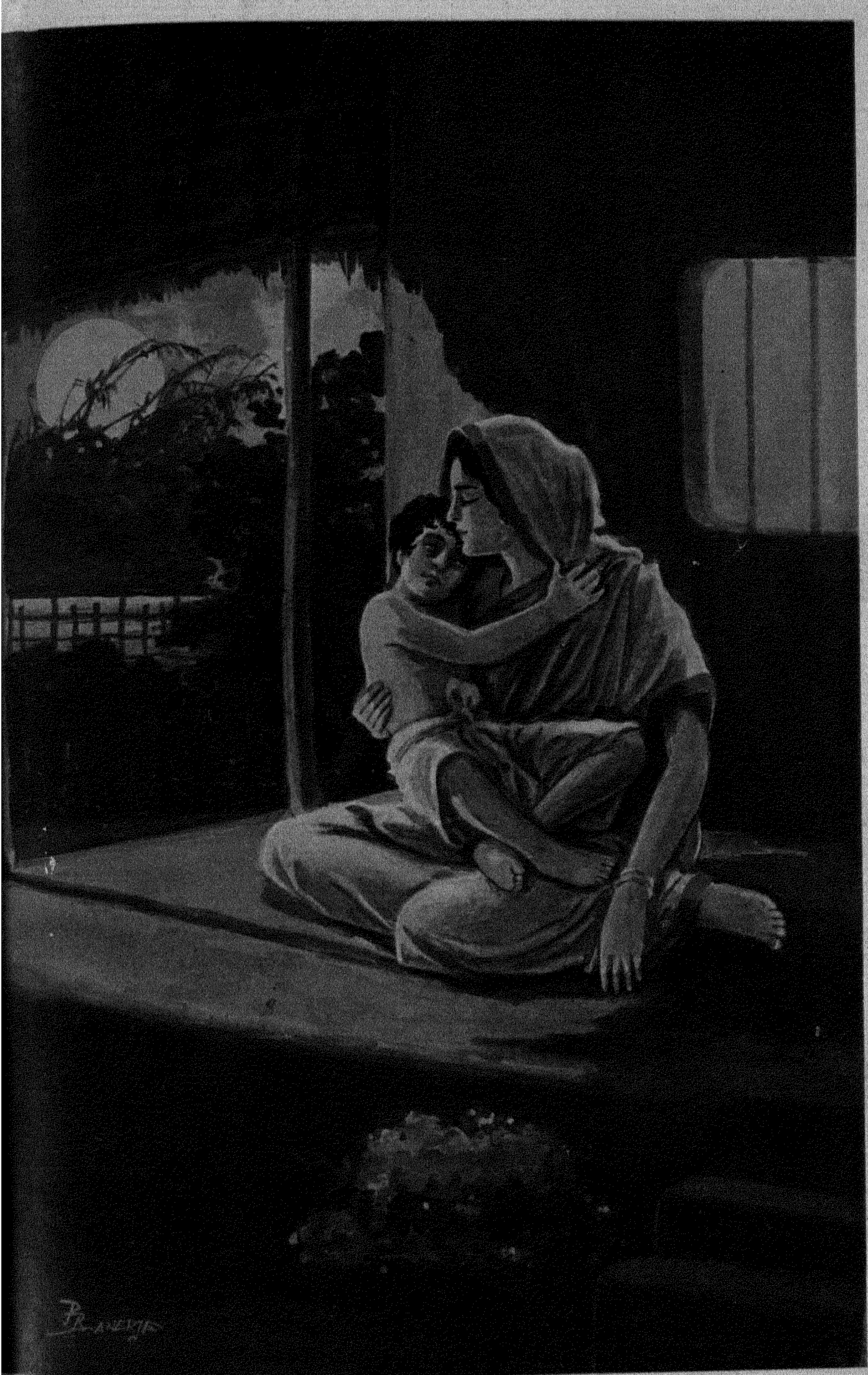
শরতে

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়

খবর আসার আগেই এলো ?
ছুটী—আজ যে মনে মনে,
কে জানালো ফুলকলিদের, ফুট্‌ল কানন ভরি'
যারা—করত ফুটি-ফুটি—
ও ভাই—ছুটী—ছুটী—ছুটী।

কোণা হতে আয় বেরিয়ে সোনা কুড়াই ভাই,
আয়—গাঁয়ের মাঠে মাঠে,
বাতাবি-বন মাতাবি—কে ? শিউলি বোঁটা চাই ?
আয়—বনের বাটে বাটে।
ঢেউয়ের তালে দুলব আজি, কলার ভেলা বাই,
আয়—নদীর ঘাটে ঘাটে,
কাশের বনে হাঁসের সনে কণ্ঠ ছেড়ে গাই,
আয়—করব লুটোপুটি
ও ভাই—ছুটী—ছুটী—ছুটী।

চাইনা মোরা পায়ে জুতো—চাইনা মাথায় ছাতা,
বনে—ঘুরব ছায়ে ছায়ে,
সাঁতার কেটে দীঘির জলে মুছব না আজ মাথা,
রোদে—শুকাক্ বায়ে বায়ে।
ফেলব ছুঁড়ে আজ্‌কে শেলেট অঙ্ক কষার খাতা
তারা—লুটুক পায়ে পায়ে,



শরতে

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়

সরল-ভূগোল, নীতিকুসুম, ধারাপাতের পাতা
ছিঁড়ে—করব কুটি কুটি,
ও ভাই—ছুটী—ছুটী—ছুটী।

আয়না সবাই দেখনা ও ভাই কে ওই অরুণ রথে
সোনা—ছড়ায় মুঠি মুঠি।
ছুটীর খবর পেয়েছি আজ নীল আকাশের পথে
ও ভাই—করব ছুটোছুটি—।

—কালিদাস রায়





শিউলীর বিয়ে

য়র ফুলটি ফোটার আগেই গায়ে হলুদ যার,
সবাই তারে ফেলবে চিনে'—শিউলী যে নাম তার।
ডালটি কিছু উঁচুই বটে, কুলীন বাপের মেয়ে—
স্বভাবটি তার রুক্ষ যেমন, গরীব সবার চেয়ে!

বেল-মালতী, জুঁই-চামেলি—এরা সমান ঘর,
কাজেই এদের যেমনটি চাও, জুটবে তেমন বর।
শিউলী থাকে একটি টেরে গন্ধটুকুন ঢেকে,
শ্বেত-করবী দেখত তারে পাতার আড়াল থেকে

প্রজাপতি-ঘটক তিনি করেন যাওয়া-আসা,
বলেন, "বিয়ের বয়েস হ'ল, রূপে-গুণে খাসা,
পাল্‌টি ঘরের একটি যে বর—পাড়ায় থাকে সে,
বল' যদি, দিন করি এই মাসের একুশে।

শিউলীর বিয়ে

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার

বাপতো তোমার রাজিই আছে—সেয়ানা তুমি তাই
গায়ে হলুদ দেওয়ার পরেও মত্‌টি নেওয়া চাই !"

শিউলী বলে, "তাই যদি হয়, ঘটক, তুমি যাও,
মঁ যে আজ স্বয়ম্বরা···পাড়ায় বলে' দাও।"

শুনে সবাই ছি-ছি করে—"এমন দেখিনি!
কুলীন বলে' লজ্জা-সরম একটু রাখেনি !"

সন্ধ্যে বেলায় ফুলবাবুরা বল্লে মিটিং করে'—
"শিউলীরা সব হ'লেন তবে আজ থেকে এক-ঘরে।
হয়েছে যার গায়ে-হলুদ—বর যদি না জোটে,
জব্দ হবেন বাপ-বেটিতে, থাকবে না জাত মোটে !"
শিউলী বলে, "ভয় কি বাবা ! ভাব্‌না কিসের শুনি ?
ভোর না হতেই বিদেয় হব,—না হয় ত' এখ্‌খুনি !"

দখিন্‌-হাওয়া বল্‌লে তারে, "উড়িয়ে নে যাই চল্‌—
গোলাপী-রং পরীর দেশে ঢাল্‌বি পরিমল ;
মেঘের থামে মণির মালায় তারার বাতি জ্বেলে,
গাঁথ্‌বে তোমায় চিকন্‌ হারে, নীলার থালায় ঢেলে।
শুকতারাটি ঘুমায় যখন রাত্রি জাগার '
শিয়রে তার ঝালর হয়ে ঝুল্‌বি মনোহর।
আল্‌গা তোমার বোঁটার বাধন খুল্‌ব নাকি, সই ?"
শিউলী বলে, "কেমন ক'রে আকাশ-কুসুম হই।"

শিউলীর বিয়ে

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার

জ্যোৎস্না এল, জরীর চাদর ধূলোয় লুটিয়ে,
বকুল-চাঁপা-হাস্নুহানার গন্ধ ছুটিয়ে ;
সাদা মেঘের টোপর মাথায়, জর্দ্দা চেলীর পাড়ে
চওড়া কালো ফিতের বাহার বনের ছায়ায় বাড়ে !
এসেই মুখে একটি মুঠো মাখিয়ে দিয়ে আলো,
বল্‌লে, "তোমার নেই পাউডার ?···দেখায় সেকি ভালো ?
রূপের স্বপন দেখ্‌বে যদি বন্ধকর আঁখি,—
তার চেয়ে এই চাদর দিয়ে মুখটি তোমার ঢাকি।
নিশুত্‌ রাতের নিরালাতে চাইবে যখন ফের,
রুক্ষ-কঠিন শাখার ব্যথা আর পাবে না টের।
আকাশ থেকে আসবে নেমে পরী-কুটুম্বিনী,
বসে' বসে'ই পার্‌বে হ'তে স্বপন্‌-বিহঙ্গিনী।"—
একটি কথা কয় না দেখে জ্যোৎস্না গেল ফিরে,
শিউলী ভাবে—'চাইনে স্বপন্‌ ভুল্‌তে ধরণীরে।'

আঁধার যখন আব্‌ছা হ'ল পূব-আকাশের পানে,
পাখীর ন'বৎ উঠ্‌ল বেজে ঘুমেরি মাঝ্‌খানে,
শিউলী শুনে শিউরে ওঠে, বুকের তলায় তার
কিসের যেন সুখটি জাগে—গায় কি চমৎকার !
গাইছে "ওগো ফুলের মেয়ে, জানি তোমার পণ,
—কোন্‌ জনারে সকল শোভা কর্‌বে সমর্পণ।

শিউলীর বিয়ে

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার

ধূলোর উপর কে পেতেছে বুকের আসন খানি ?
আগুন-তাপেও কে করেছে সবুজের আমদানী ?
মাড়িয়ে চলে সবাই, তবু মাথায় করে' শেষে—
দেবতাকে দেয় শীষটী যে তার, পুণ্য আশিস্ যে সে !
মেঘের মতন শূন্য-পথের নয় সে উদাসী,
চপল হাওয়ার ইয়ার সে নয়, গন্ধ-বিলাসী ।
রূপটি যে তার প্রাণের আরাম, দুর্ব্বাদল শ্যাম—
জানি, তোমার বুকের মাঝে লেখা যে তার নাম !"

শিউলী বলে "থাম্‌না তোরা, দুটি পায়ে পড়ি,
এখ্‌খুনি সব উঠবে জেগে, বল্‌বে—'গলায় দড়ি !'
সইতে আমি পারবো না সে, তবু দোয়েল ভাই,
কুলিন হ'য়েও কেমন করে' এমন ঘরে যাই !
বুঝ প্রাণে—মন টেনেছে ধূলোমাটির পানে,
দখিন্‌-হাওয়া, আকাশ পেলেও থাক্‌বনা এইখানে ।
ঝিঁঝিঁর ডাকে শুনেছিলাম করুণ কাঁদন তার—
সারাদিনের অনেক ব্যথার একটি সে ঝঙ্কার !
তাইত আমি মনে-মনেই হলাম স্বয়ম্বর,
এক নিমিষেই আপন হ'ল—ছিল যে জন পর !
তবু আমার এমনি কপাল !—দেখতে না পাই তাকে,
জোচ্ছনা আর অন্ধকারে লুকিয়ে সে যে থাকে !...

শিউলীর বিয়ে

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার

বল্‌না তোরা—ভোর হ'ল কি ? মিহিন কুয়াশায়
ছাদ্‌না-তলা দেয় কি ঢেকে ওড়নাখানির প্রায় ?
সেই লগনে তোরা সবাই তুলিস্‌ কলস্বর,
ততক্ষণ এই চোখের শিশির ঝরুক তাহার 'পর।”

*　　*　　*

সকাল বেলায় ঘুমটি ভেঙ্গে সবাই দেখে আসি'—
সবুজ ঘাসের বুকের 'পরে শিউলী ফুলের হাসি !

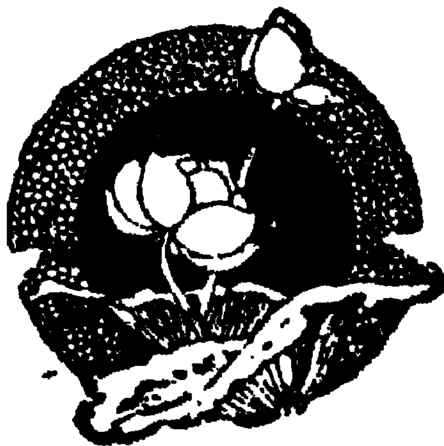
—মোহিতলাল মজুমদার



মহাত্মা

হোক্ মূক্, থাক্ ভাষা করেনাকো ভালোবাসা
কোনো ভেদ ছু'য়ে,
নিঃস্ব করি আপনায় বিশ্বমাঝে স্নেহে যায়
সকলেরে ছুঁয়ে,—
কেবা উচ্চ, কেবা হীন এ ভাবনা কোনোদিন
করে না যে ভবে,—
তাহার উদার মন মানে আপনার জন
নিখিলের সবে ;
কথা তার মধুময়, সে ক'রেছে পরাজয়
হিংসা-দানবেরে
সীমাহীন প্রীতি-ডোরে সে যে বাঁধে এক ক'রে
পশু, মানবেরে।

—তমাললতা বসু





ফুলপরীর গল্প

সুন্দরী এক ফুলপরী তার চাঁদের দেশে ঘর,
তাদের কাছে সবাই সমান, নাইকো আপন পর।
জ্যোৎস্নাতে সে আসে মোদের সবুজ-পরীর দেশে
হাল্কা পাখায় উড়ে বেড়ায় হাওয়ায় ভেসে ভেসে।
মনের সুখে ফুলবাগানে ফুলের মধু খেয়ে,
গুন্‌গুনিয়ে সারাটা রাত বেড়ায় গেয়ে গেয়ে
শিশুর ঠোঁটে খায় সে চুমা, তোলে হাসির ঢেউ।
এম্‌নি করে' যায় আসে সে, দেখ্‌তে নারে কেউ।

বাপ-মরা এক ছেলের দুখে এসে আরেক রাতে
মায়ের বুকে ঘুমায় দেখে বস্‌ল বিছানাতে।



ফুলপরীর গল্প

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

চুপ্‌টি করে' চুমা দিয়ে নিজের বুকে নিয়ে
বেরিয়ে এলো আস্তে মায়ের নয়নে ঘুম দিয়ে !
উধাও হোল চাঁদের দেশে, ছাড়লো নাক তাকে,
ভোর-বেলা মা কেঁদে কেঁদে খোকারে খুব ডাকে ।
সব রূপসী বুঝায় এসে—"কাঁদছ কেন তুমি ?
ফুলপরীদের দেশে খোকা সুখেই আছে ঘুমি' ।"

পরীর দেশে সব পাওয়া যায়, অভাব কিছু নাই ;
যারা যতই পাচ্ছে তাদের ততই আরো চাই ।
খোকার যখন বাড়্‌লো বয়েস, বাড়্‌লো আকুলতা ;
বল্ল "আমি চাইনা এ সুখ, শুনব না আর কথা ;
দেখব নিজের মাকে আমার, তাকেই এনে দাও
তোমার আদর কাঁদায় আমায়, ফুলপরী মা, যাও !"
এমনি করে' খোকা কেবল জ্বালায় দিনে রাতে ;
ফুলপরী তাই আন্‌তে ছোটে খোকার মা'কে সাথে ।

সেই দিনই সেই রাতের পরী এলো খোকার বাড়ী ।
এসেই দেখে মায়ের অসুখ, পায় না কেহ নাড়ী ।
আট্‌টি বছর ছেলের শোকে শরীর তাহার মাটি,—
সেই রাতে সে মরবে দেখে'—সবার কান্নাকাটি !
পরী সবার অদর্শনে বল্ল তাকেই ধীরে,—
"মরবে কেন বোন্‌টি আমার, আবার এসো ফিরে ।

খোকা আছে চাঁদের দেশে, পাচ্ছে নিতুই সুখ ;
আমরা তাকে খাওয়াই পরাই,—সেই দেশে নাই দুখ।”

এসব শুনে খোকার মায়ের আর ধরেনা হাসি ;
বল্ল—“দিদি, বাঁচব কিসে! এ যে বিষম কাশি!

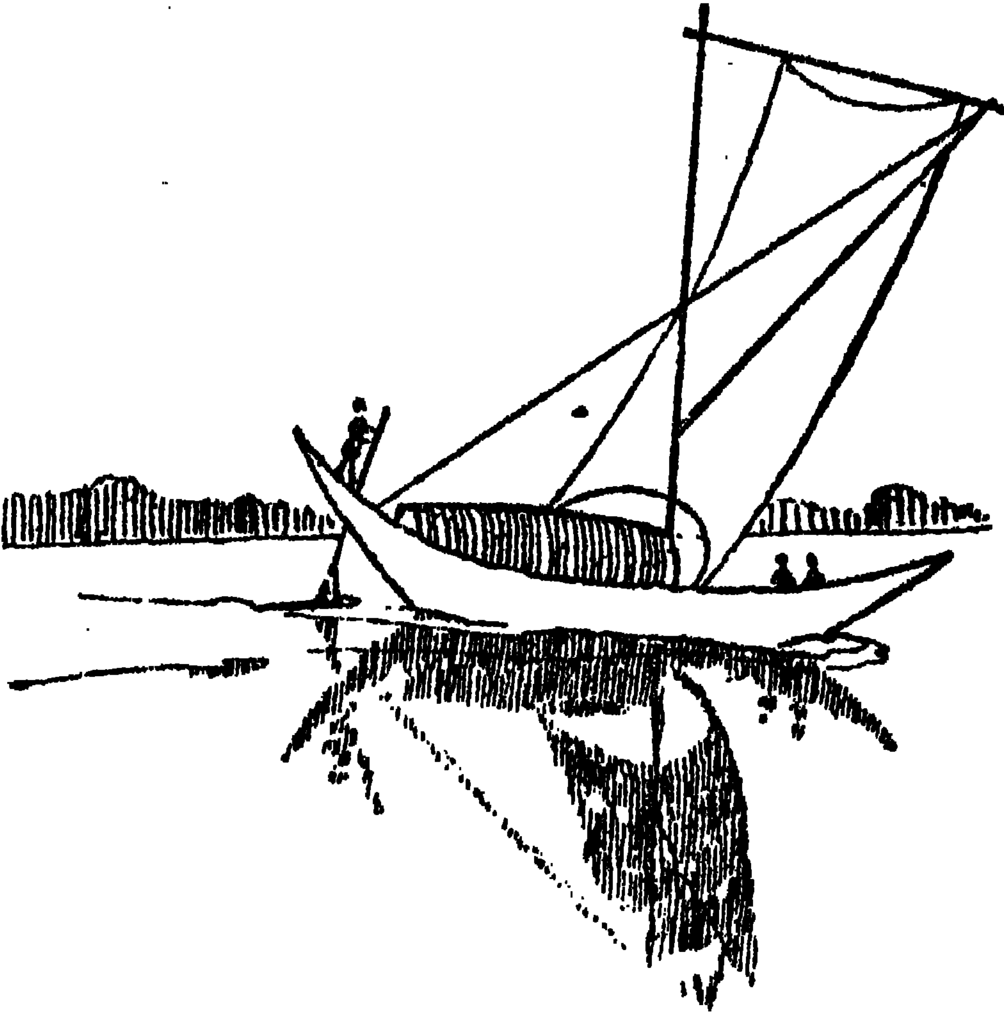
আচ্ছা আমি ঘুমাই তবে মনের মহাসুখে—
ঘুম্‌টি যখন আস্‌বে জমে’ আমায় নিয়ো বুকে।”

মহাঘুমের মাঝে যখন থাম্‌লো মায়ের শ্বাস।
পরী ছায়া-শরীর নিয়ে পূরায় খোকার আশ।

খোকার মাকে পেয়েই খোকা আহ্লাদে আট্‌খান্!
তারারা তাই নিত্য রাতে করছে হাসির গান।

—যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য





প্রভাতী

ভোর হোলো
দোর খোলো,
খুকুমণি ওঠরে !
ঐ ডাকে
যূঁই শাখে
ফুল-খুকি ছোট রে !
খুকুমণি ওঠরে।
রবি-মামা
দেয় হামা,—
গায়ে রাঙ্গা জামা ঐ,
দারোয়ান
গায় গান
শোনো ঐ—"রামা হৈ।"

উপদেশ

পানের লাগি পেলে জলের কণা,—
নিও তুমি অন্নদানের ব্রত,
মিষ্টি কথা ভাগ্যে যদি জুটে—
মাথাটারে ধূলোয় কোরো নত।

কড়ির ঋণ পরিশোধের বেলা
সোনার মোহর—তারেই কোরো দান
জীবন যদি বাঁচিয়ে থাকে কেহ
পরের লাগি সঁপিয়া দিও প্রাণ।

জ্ঞানী যারা—এই রকমেই তারা
কথা কহে—কাজের ধারা জানে,—
ছোট্ট সেবাও দেয় ফিরিয়ে তারা—,
হাজার গুণে বাড়িয়ে তারে আনে।—

কিন্তু যারা জ্ঞানীর বাড়া—মহান্
তাদের আবার নাইক আপন পরও,
অপকারের ঋণ তাহারা শোধে,
উপকারের অর্ঘ্য করি জড়!

—হেমেন্দ্রলাল রায়



একটি মাণিক

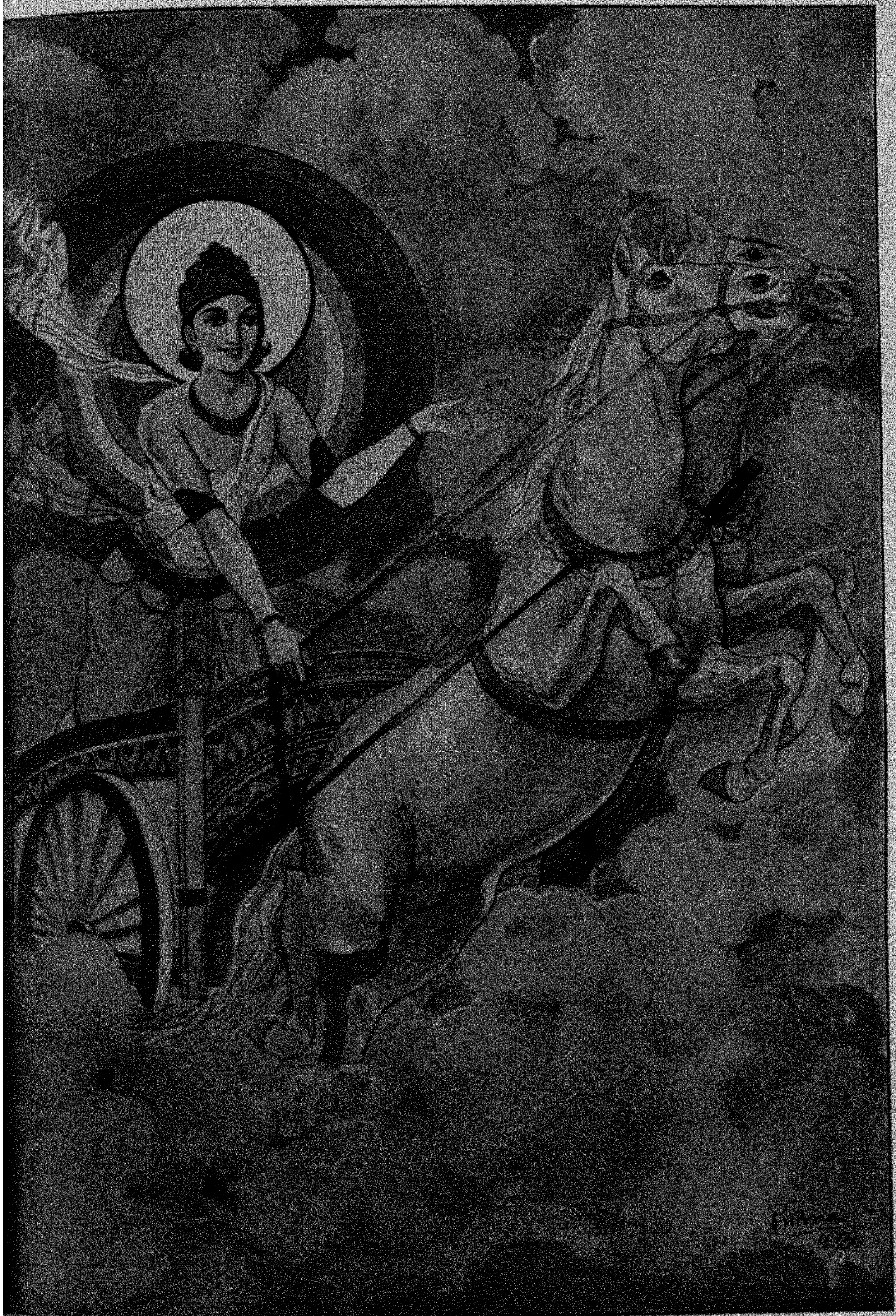
শীতের শেষে বটের মাথে একটি পাতা রয়,
ছুটে এসে প্রবল হাওয়া তার উপরে বয়
বট সে বলে—'সকল ছেলে হারিয়ে রয়েছি ;
একটি মাণিক দুলছে বুকে, সেটিও নেবে কি ?'
কোনই কথা কয়না হাওয়া, কেবল হানাহানি,
বটের পরে পাতার শিরে পড়্‌লো টানাটানি।
বট সে বলে, 'মাটির থেকে যা কিছু রস পাই—
একটি আমার ঐ মাণিকে দিচ্ছি যে সবটাই।'
হাওয়ার কেবল বিপুল তাড়া, হানার পরে হানা ;
কাতর পাতা শিউরে নুয়ে করছে কত মানা।
এমনি আসে দিনে রাতে পাগল হাওয়া মাতি',—
সইল না আর, খস্‌ল পাতা ধূলায় করে' সাথী।
আজকে আমি বটের পানে কেবল চেয়ে দেখি—
শেষ মাণিকে হারিয়ে সে যে উদাস, আহা একি!

—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত



ঘুম-পরীদের গান

ঘুম-পরীগো ! ঘুম-পরীরা ! মোর কুটীরে এসো,
ঘুমের কাঠি ছুঁইয়ে আমার খোকায় ভালোবেসো ।
স্বপন্ বিভোল্ অলস-চোখে খোকার পানে চেয়ো,
ঘুমের সুরে মিষ্টি মধুর নিদালী গান গেয়ো ।
ন্দ্রা তাহার মধুর করো মোহন-আবেশ ঢাকি'
স্বপ্ন তাহার উজল করো স্বরগ্ ছবি আঁকি' ।
সুপ্তি তাহার গভীর করো সাগর-উর্ম্মি রোলে,—
ঘুম পাড়ানী দোলন্ দুলাও আপন স্নেহের কোলে ।
ঘুম-পরীগো ! ঘুম-পরীরা ! নাম্‌বে কখন সবে ?
তোমরা এলেই তবে আমার খোকার যে ঘুম হবে !
ঘুম-পরীগো ! ঘুম-পরীরা ! অস্ত-গিরির চূড়ে
গোধূল্ আলোর ফাগ খেল কি লাল কুঙ্কুম ছুঁড়ে ?

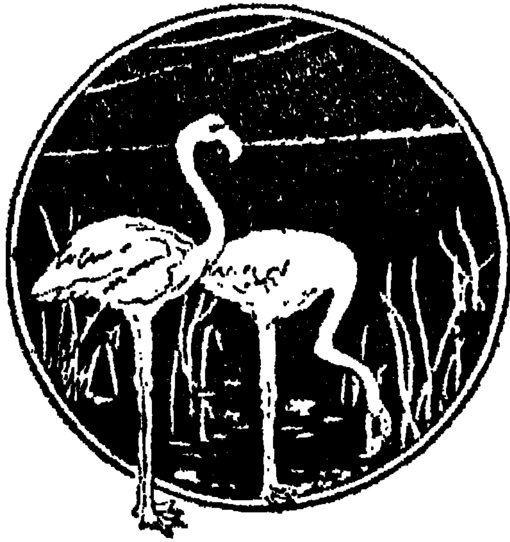


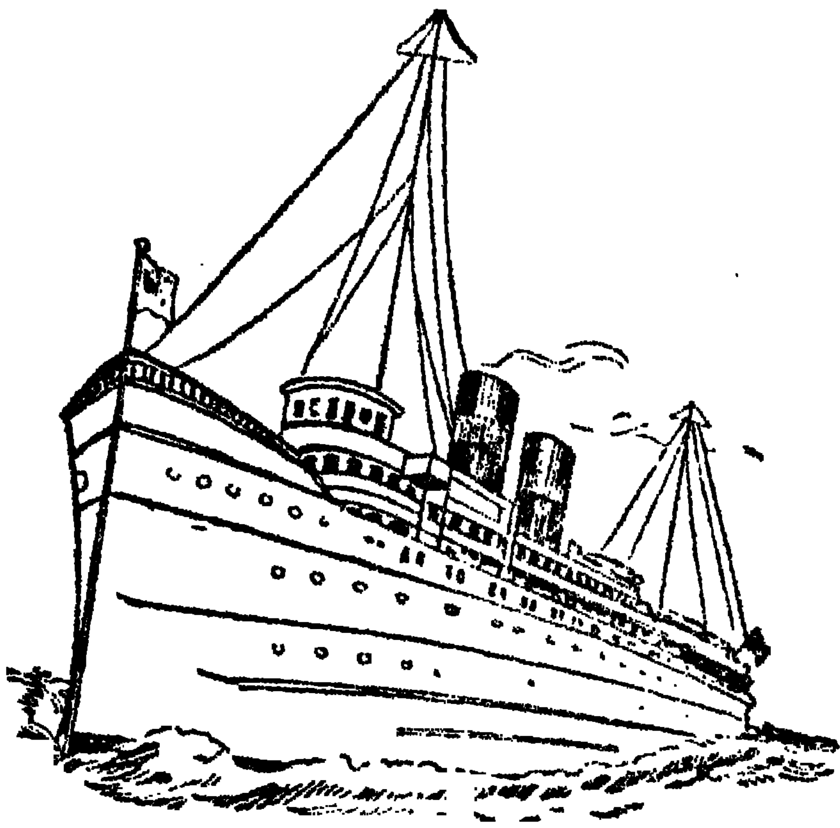
ঘুম-পরীদের গান

শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী

শুক্লাকাশে চাঁদের পাশে চকোর পাখী রূপে
জ্যোৎস্না সুধা পান কর কি তোমরা চুপে চুপে?
আঁধার রাতে তোমরা কি গো এলাও নিবিড় চুল ?
সন্ধ্যারাণীর সঙ্গে পরো খোঁপায় তারার ফুল ?
পূবের বধু ঊষার সিঁথায় অরুণ সিঁদুর দিয়ে
প্রভাত হলেই লুকাও কি গো কুহক লোকে গিয়ে ?
ঘুম-পরীগো, ঘুম-পরীরা ! আজকে এসো ত্বরা !
আমার খোকার আস্‌ছে না ঘুম, গাওনা ঘুমের ছড়া ।

—রাধারাণী দেবী





তরুণের পণ

আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি মানব-জীবন নন্দনে
ওষ্ঠে রাঙ্গা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি পাতার বন্ধনে

সকল কাঁটা ধন্য করে' ফুটব মোরাও ফুটব গো
প্রভাত-রবির সোনার আলো পরাণ ভরে' লুটব গো।
নিত্য নবীন গৌরবে ভারতে সৌরভে
আকাশ পানে তুলব মাথা, সকল দিকেই ছুটব গো।

সাগর জলে পাল উড়িয়ে কেউ বা হব নিরুদ্দেশ।
কলম্বসের মতন বা কেউ পৌঁছে যাব নূতন দেশ।
জাগবে সাড়া বিশ্বময় এই বাঙ্গালী নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান-গরিমা-শক্তি-সাহস আজও এদের হয়নি শেষ।

তরুণের পণ

গোলাম মোস্তাফা

কেউ বা হব সেনা-নায়ক, গড়ব নূতন সৈন্যদল,
সত্য-ন্যায়ের অস্ত্র ধরি, নাই বা থাকুক অন্যবল।
দেশ মাতারে পূজবো গো   ব্যথীর ব্যথা বুঝ্‌ব গো,
ধন্য হবে দেশের মাটি,—ধন্য হবে অন্নজল।

জ্ঞানের মূল্য শিখব বলে' কেউ বা যাব জার্ম্মানি,
সবার আগেই চলব মোরা, সহজে কি আর হার মানি।
শিল্প-কলা শিখব কেউ,   গ্রন্থমালা লিখব কেউ,
কেউ বা হব ব্যবসাজীবী কেউ বা—টাটা কার্ণানি।

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,—
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।
জীবন রণে পেছ্‌-পা নই,   নূতন যুগের বার্ত্তা বই,
কতই কি যে করব মোরা নাইক তাহার অন্ত রে।

—গোলাম মোস্তাফ





কুটীর

ঝিকি-মিকি দেখা যায় সোনালি নদীর,
ওইখানে আমাদের পাতার কুটীর।
এলোমেলো হাওয়া বয়,
সারা-বেলা কথা কয়;
কাশ-ফুলে দুলে ওঠে নদীর দু'পার,
রূপসীর সাড়ী যেন তৈরি রূপার।

কুটীরের কোল ঘেঁষে একটু উঠোন,
নেচে নেচে খেলা করি ছোট দু'টি বোন।
পরণে খড়্‌কে-ডুরে,
বেণী নাচে ঘুরে ঘুরে,
পায়ে পায়ে 'রুনু ঝুনু' হাল্‌কা খাড়ুর,
কেন নাচি নেই তার খেয়াল কারুর।

কুটী

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আকাশে গড়িয়া ওঠে মেঘের মিনার,—
তারি ফাঁকে দেখা যায় চাঁদের কিনার
গাছের পাতার ফাঁকে
আকাশ যে চেয়ে থাকে,
গুন্ গুন্—গান গাই চোখে নাই ঘুম।
চাঁদ যেন আমাদের নিকট কুটুম।

দুই পা এগিয়ে এসে উঠোন-টুকুর
তালবনে ঘেরা দেখ মোদের পুকুর।
ভরে' আছে চারি-ভিতে
শাপ্‌লা ও কল্‌মিতে ;
জলটুকু টল্ টল্ চাউনি খুকুর,—
যেন গো মেঘের এক-টুক্‌রো মুকুর।

নৌকারা আসে যায় পাটেতে বোঝাই।
দেখে কী যে খুসি লাগে কী করে' বোঝা-ই!
কত দূর দেশ থেকে
আসিয়াছে এঁকে-বেঁকে,
বাদলে 'বদর' বলে' তুলিয়া বাদাম।
হাল দিয়ে ধরে' রাখে মেঘের লাগাম!

কুটীর

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ওই শোন ঝম্ ঝম্ নামিলো বাদল,
হুঁকো ছেড়ে মাল্লারা ধরেছে মাদল ;
নাল-ফুল টোকা-পানা
আহ্লাদে আটখানা ;
ধলি গাই ডাক ছাড়ে—বাছুর ফেরার,
থম্‌কে দাঁড়িয়ে কাছে ঝুম্‌কো-বেড়ার

আবার ঝলক দিয়ে ঝরিছে আলোক,
বল্‌কা দুধের মত বকের পালক ।
পিড়িং শাকের ক্ষেতে
ফড়িং উঠেছে মেতে,
লাউয়ের মাচার ’পরে ঘুমোয় কুমড়,
শিশিরের স্বাদ যেন মায়ের চুমোর ।

দু’কদম হেঁটে এস মোদের কুটীর,—
পিল্‌সুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির !
চাল আছে ঢেঁকি ছাঁটা,
রয়েছে পানের বাটা,
কলাপাতা ভরে’ দেব ঘরে-পাতা দই ।
এই দেখ আছে মোর আয়না কাঁকই ।

কুটীর

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

যদি আস একবার, বলি—মিছা না,
মোদের উঠানটুকু ঠিক বিছানা !
পিয়াল, পেয়ারা গাছে—
ছায়া করে' রহিয়াছে ;
ধুঁধুলের ঝাঁকা বেয়ে উঠিতেছে পুঁই,
খড়কুটো খুঁজে ফেরে দুষ্টু চড়ুই।

মুদীর দোকান আছে অতি নিকটেই,—
তামাক লাগিলে সেথা যাব ত' বটেই।
এখোগুড়, সাবুদানা,
পাথরে মিছরি-পানা,
যদি চাও এনে দেব পাকা পাকা বেল।
টসটসে জামরুল আনিব অঢেল।

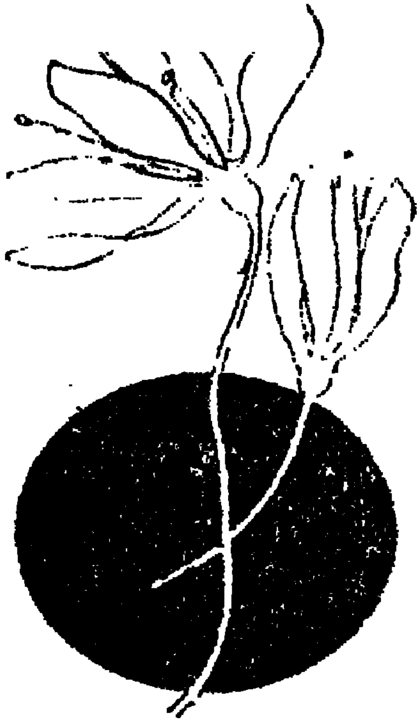
কুঁকড়ে রয়েছে ঘুম্-কাতুরে কুকুর।
থেকে থেকে শোনা যায় কাঁদন ঘুঘুর।
বসে' বসে' কাটি টাকু,
সূতো ওঠে আকুঁ পাঁকু।
বেনে বউ পাঁজ দেয়, মা বোনেন তাঁত
নিঝুম দুপুর বেলা খাসা মৌতাত।

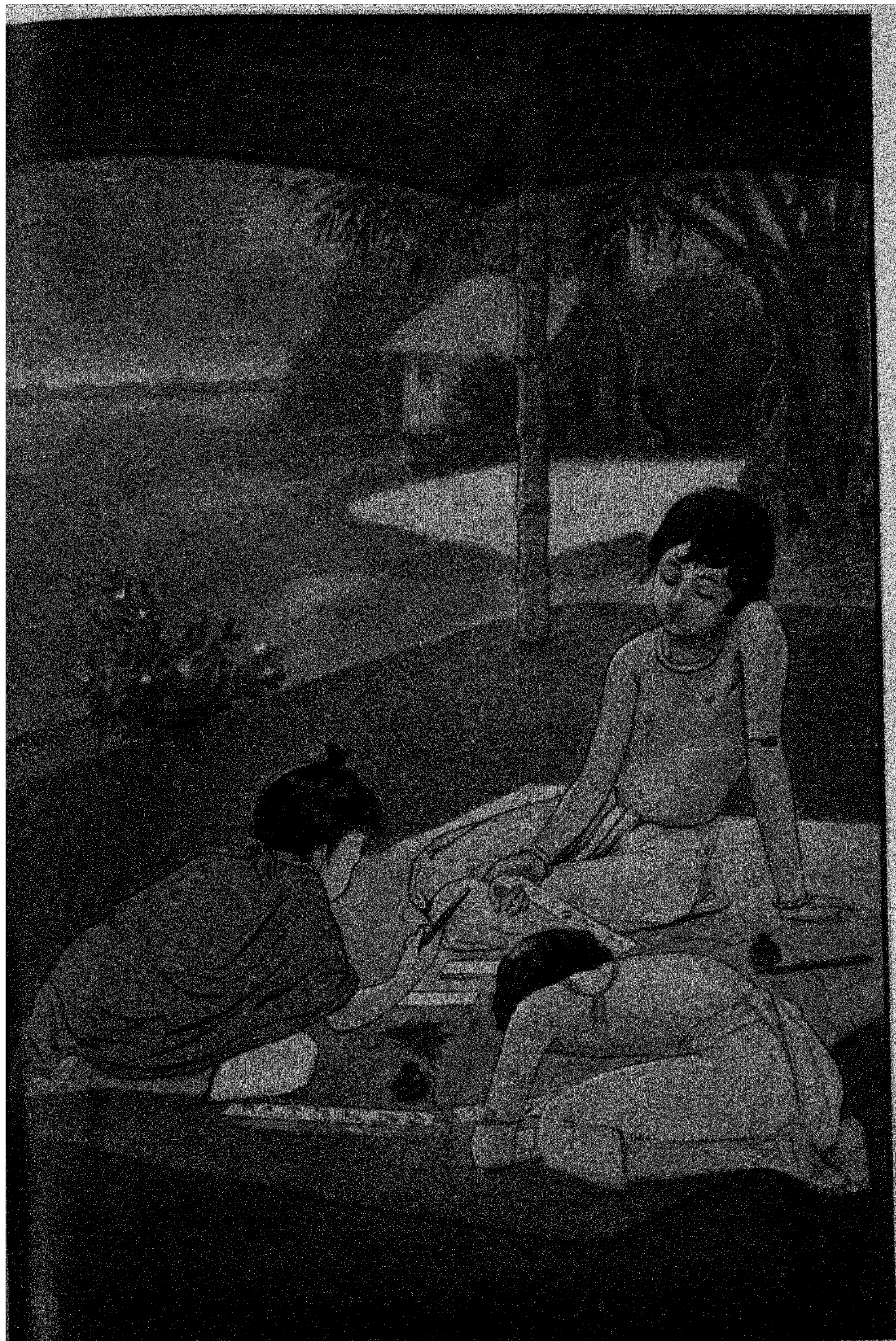
কুটীর

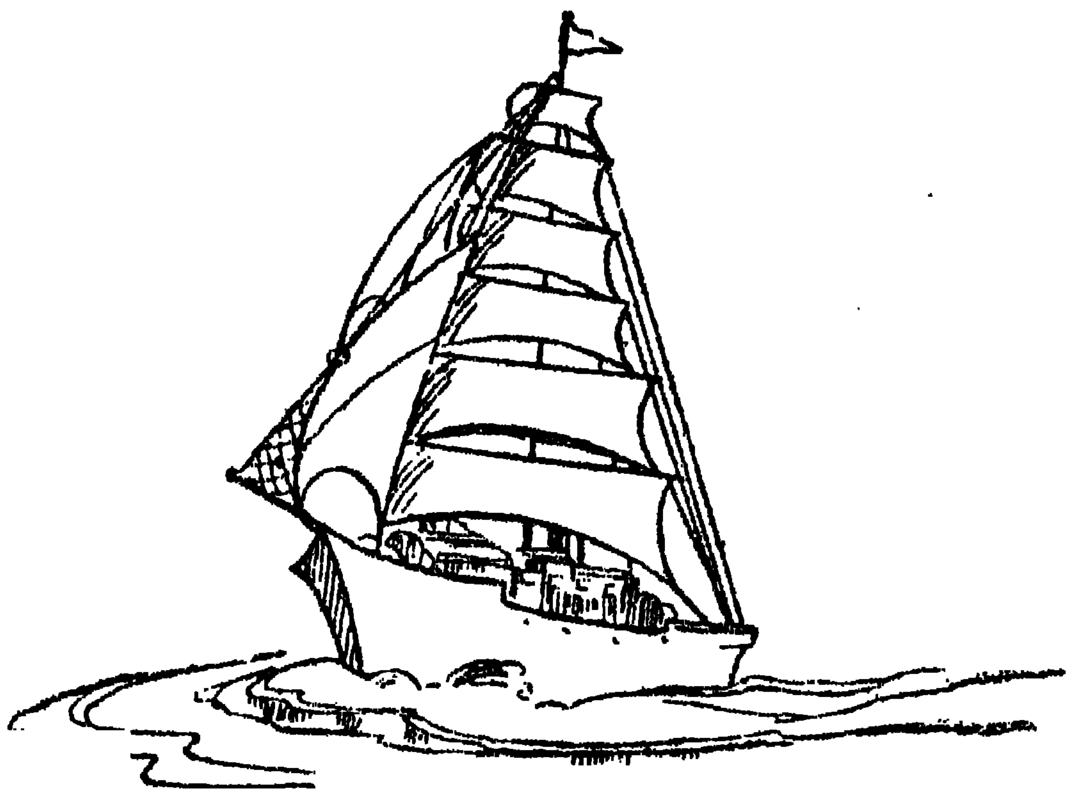
শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এস এস আমাদের সোনার কুটীর,—
ঝিকি মিকি করে জল নিটোল নদীর।
ঝিঙের শাখার 'পরে
ফিঙে বসে' খেলা করে,
বেলা যে পড়িয়া এল, গায়ে লাগে হিম,
আকাশে সাঁঝের তারা, উঠানে পিদিম

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।







পালের নাও

পালের নাও, পালের নাও পান খেয়ে যাও—
ঘরে আছে ছোট বোন্‌টি তারে নিয়ে যাও।
কপিল-সারি গাইয়ের দুধ যেয়ো পান করে'
কৌটা ভরি সিঁদুর দেব কপালটি ভরে'!
গুয়ার গায়ে ফুল চন্দন দেব ঘসে' ঘসে'
মামা-বাড়ীর বলব কথা—শুনো বসে বসে।

কে যাওরে পাল ভরে' কোন দেশে ঘর
পাছা নায়ে বসে আছে কোন সওদাগর?
কোন্‌ দেশে কোন গাঁয়ে হিরে ফুল ঝরে
কোন্‌ দেশে হিরামন্‌ পাখী বাস করে।

পালের নাও

জসীম উদ্‌দীন্

কোন্ দেশে রাজ-কনে খালি ঘুম যায়,
ঘুম যায় আর হাসে হিম্-সিম্ বায়।
সেই দেশে যাব আমি কিছু নাহি চাই।
ছোট মোর বোন্‌টিরে যদি সাথে পাই।

পালের নাও, পালের নাও, পান খেয়ে যাও;
তোমার যে পালে নাচে ফুলঝুরি বাও।
তোমার যে না'র ছই আবের ঢাকনী
ঝল্‌মল্ জ্বলিতেছে সোনার বাঁধনী।
সোনার না বাঁধন্ রে তার গোড়ে গোড়ে।
হিরামন পঙ্খীর লাল পাখা ওড়ে।
তারপর ওড়েরে ঝালরের ছাতি,
ঝল্‌মল্ জলে জ্বলে রতনের বাতি।
এই নাও বেয়ে যায় কোন্ সদাগর,
কয়ে যাও—কয়ে যাও কোন্ দেশে ঘর?

পালের নাও, পালের নাও, পান খেয়ে যাও,
ঘরে আছে ছোট বোন্ তারে নিয়ে যাও,—
চেনা গাঙে সাত ধার করে গলাগলি,
সেথা বাস কোহেলার—লোকে গেছে বলি।

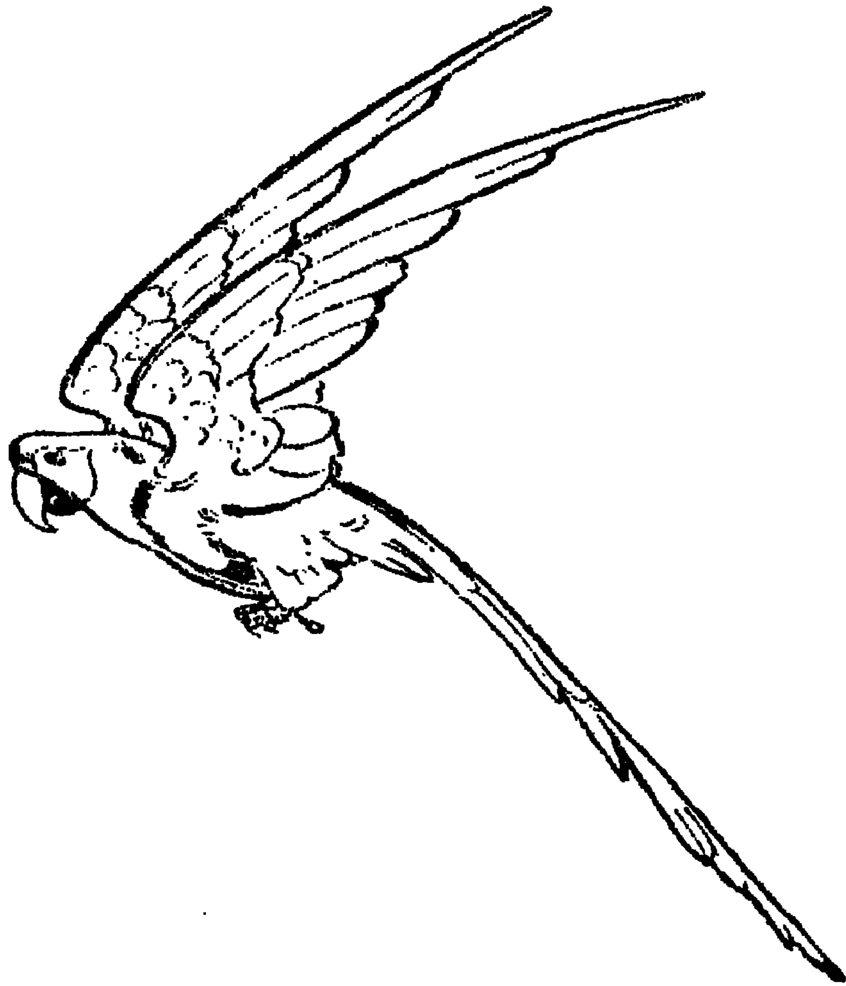
পালের নাও

জসীম উদ্‌দীন

পারাপার দুই নদী,—মাঝে বালুচর
সেইখানে বাস করে চাঁদ সওদাগর।

এ পারে ধুতুমের বাসা ওপারেতে টিয়া
সেখানেতে যেয়োনা রে নাও খানি নিয়া।
ভাইটাল গাঙ্ দোলে ভাটী গেঁয়ো সোতে,
হবে নারে নাও বাওয়া সেথা কোন মতে।

—জসীম উদ্‌দীন





খোকার চোখে জল

খোকার চোখে জল,—
অপ্‌রাজিতার পাপড়ি যেন
শিশির ছলোছল্‌ !

চপল কালো ছুটি আঁখি
নীল গগনের ও নীল পাখী
ডুব দিয়ে আজ এলো নাকি
নীল সায়রের তল্‌ ?

যুগল ভ্রমর এলো ভিজে
কোন্‌ সরসীর সরসিজে ?
পারিনে হায় বুঝ্‌তে নিজে
বুঝাই কী যে বল্‌ ?

খোকার চোখে জল,—
শরৎ আকাশ মলিন কোরে
নামলো রে বাদল !

খোকার চোখে জল

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল বসু

জল্-ভরা ঐ কালো মেঘে
উঠ্‌বে খুশীর আলো জেগে,
হাল্‌কা-হাসির হাওয়া লেগে
করবে ঝলোমল্ !

কান্না হাসির সেই মাধুরী
আলো ছায়ার লুকোচুরি
মায়ের মনের মায়াপুরী
করেচে উজ্জ্বল !

-কৃষ্ণদয়াল বসু





১

আলোর মৌচাক

চাঁদটা যেন সত্যিকারের
আলোর-ই মৌচাক—
দুষ্টু-ছেলের ঢিল্‌টি লেগে
হঠাৎ হোলো ফাঁক।

আজকে রে তাই সাঁঝের-বেলায়
আলোর মধু সব ঝরে' যায়,—
হাজার তারা-মৌমাছিরা
উড়্‌লো ঝাঁকে ঝাঁক,—

নীল-আকাশের নিতল নীলে উড়্‌লো ঝাঁকে ঝাঁক
চাঁদ্‌টা যেন সত্যিকারের
আলোর-ই মৌচাক।

আলোর মৌচাক

শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু

গন্ধে আমি এলাম ছুটে
খোলা-মাঠের 'পর,—
নেশায় নেশায় মাত্‌লো বাতাস—
ভর্‌লো দিগন্তর।

ভোমরা-গুলো চাখ্‌তে এসে
আলোর মধু মাখলো শেষে,
জ্বল্‌ জ্বলিয়ে জোনাক হয়ে
উঠ্‌লো লাখে লাখ—
কালো-ভোমর আলোর ছোঁয়ায় জ্বল্‌লো লাখে লাখ।
চাঁদ্‌টা যেন সত্যিকারের
আলোর-ই মৌচাক।

জরির চাদর গায় জড়ালো
হলুদ্‌-দীঘির বাঁধ,
মধুর ঝাঁঝে সাঁঝ-প্রহরেই
ঘুমের গেছে সাধ।
চপল-হাওয়া ঘুম ভাঙ্গে তার,
আস্তে সে তার বাজায় সেতার,
চুটল-চালে নাচ্‌ছে তালে
খাচ্ছে সে ঘুরপাক—
বন্‌ বন্‌ বন্‌ বন্‌-কিনারে খাচ্ছে সে ঘুরপাক।
চাঁদটা যেন সত্যিকারের
আলোর-ই মৌচাক।

আলোর মৌচাক

শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু

আলোর মধু পড়্‌লো ঝরে'
পারুল দিদির গায়,
সাতটি চাঁপা ভাইরে ডাকে
—'চাখ্‌বি যদি আয়',—
হেলে দুলে সাতটি চাঁপায়
সবুজ পাতার আড়ালে চায় ;
শুন্‌তে পেল করুণ সুরে
পারুল দিদির ডাক,
আব্‌ছায়াতে আব্‌ছা যেন পারুল দিদির ডাক।
চাঁদটা যেন সত্যিকারের
আলোর-ই মৌচাক।

মল্লিকা, বেল, অপরাজিতা,
হাস্‌না-হানা, যূঁই,
মধুর ভাঁড়ার নে ভরে' নে
আজ্‌কে সাঁঝে তুই,
জ্যৈষ্ঠি-মধু জ্যৈষ্ঠ রাতে
পান করে' আজ পরাণ মাতে,—
গন্ধরাজের গন্ধে সবার
তন্দ্রা টুটে যাক্—
ফুলের বনে আলোর মধু, তন্দ্রা টুটে যাক্।
চাঁদটা যেন সত্যিকারের
আলোর-ই মৌচাক।



আলোর মৌচাক
শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু

ঘুমায় খোকা ঘরের ভিতর
জান্‌লা খোলা ভাই,—
আলোর মধুর একটি ছিটা
পড়লো মুখে তাই।
অঘোর ঘুমে খোকা ঘুমায়,
আড়্‌মোড়া খায় মায়ের চুমায়,
আলোর মধু-র মধুর চুমায়
স্বপন-লোকে থাক্—
আলোর চুমায়—মায়ের চুমায় স্বপন-লোকে থাক্।
চাঁদ্‌টা যেন সত্যিকারের
আলোর-ই মৌচাক।

সবুজ মাঠের বুকে এলো
দুধ-সাগরের বাণ,
মৌচাকী-চাঁদ উজাড় করে
মধুর থালাখান।
দেখতে পেলাম বাঁশের ঝাড়ে
পড়্‌ছে চুঁয়ে বারে বারে,
উজল হোলো কাজল-দীঘি,
গেঁয়ো নদীর বাঁক।
চাঁদ্‌টা যেন সত্যিকারের
আলোর-ই মৌচাক!

—সুনির্ম্মল বসু

এগিয়ে চলার গান

এগিয়ে চলি সমুখ পানে,
পথ কথা কয় কাণে কাণে,
তেপান্তরের বাঁশীর ধ্বনি
ডাকে ইসারায় ;

মেঘের বুকে আঘাত হানি'
বিজলী তার আন্‌ব টানি,—
পাতাল খুঁড়ি কুবের মণি
ছিটাব সব ঠাঁয় ।

ডিঙ্গিয়ে যেতে পারি পাহাড়,
বরফ-দেশে নয়া বাহার,
পেরিয়ে মরু ছুট্‌ব মোরা
গ্রহ তারকায় !

ডুবুরি হয়ে পশ্‌বো জলে,
প্রবাল মোতি চরণে দলে'
বরুণ রাজার সিংহ-আসন
জিন্‌ব যে হেলায় ।

—বন্দে আলী মিয়া



দোপাটী

ফুট্‌ফুটে খুকুমণি—নাম তার দোপাটী,—
চক্‌চকে বেশ তার—আর বেশ খোঁপাটি।

সারাদিন মেতে থাকে হাঁড়িকুঁড়ি খেলাতে—
বালি দিয়ে ভাত রাঁধে—ঝোল রাঁধে ঢেলাতে।

তারপরে বসে' বসে' কত কি যে রাঁধ্‌লো—
লেখা-জোখা নাই তার ;—ধোঁয়া খেয়ে কাঁদ্‌লো।

রাঁধাবাড়া শেষ হ'লে টেনে দিয়ে ঘোম্‌টা,
জানালার ধারে বসে' ছেড়ে নিল দোম্‌টা।

তারপরে পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করে একলা,
গিনু মিনু বসে গেল, বসে গেল ন্যাপলা।

ভাত দিল, ডাল দিল, শেষে দিল অম্বল,
চিনিপাতা দই দিয়ে রেখে দিল দম্বল।

দোপাটী

শ্রীযুক্ত বিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী

গিন্নু বলে আরও দাও দিচ্ছ কি সিন্নী ?
খুকু হেসে বলে দিই'—যেন পাকা গিন্নী

*　　　*　　　*　　　*

ও পাড়ার হরিখুড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে
মিটি মিটি হেসে কন, লাঠিখা নাড়িয়ে—
'ফুট্ ফুটে বউ পানা কে রে ওই গোপা কি ?'
বিশু কয়—'গোপা নয়—আমাদের দোপাটী।'
এই কথা যেই শোনা খুকুমণি লাজেতে,
'ধ্যেৎ' বলে লুকাইল দরজার মাঝেতে।
তারপর দৌড় দিল বাঁ-পাশের গলিতে,
বার দুই প'ড়ে গেল ঘোমটায় চলিতে।
খুড়ো বলে, 'ছোটো কেন—লেগে গেল হাতে কি ?'
খুকু লাজে কয়,—'না—না, তাতে কি—তাতে কি !

—বিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী





রাখাল-ছেলের বাঁ

মাঠের পারে বাঁকা-নদী বইছে কতদূর—
কূলে কূলে জাগছে তাহার কুলুকুলু সুর।

সেই সুরেতে বাতাস এসে দোলায় গাছের পাতা,
সবুজ-ক্ষেতের মর্ম্মগানে সেই সুরেরই গাথা।

অনেক দূরের পাহাড় থেকে আস্‌ছে নদী বয়ে
সবুজ মাঠের কাণে কাণে কোন কথাটি কয়ে।

চুপ্‌টি করে' সেই কথাটি শুনছে চাঁপার গাছ,—
চপল-হাওয়ায় সবুজ পাতায় চলছে তাহার নাচ।

নদীর পারে চাঁপার গাছে টুনটুনিটি থাকে,—
তারি গানের সুর কাঁপ্‌ছে নদীর বাঁকে বাঁকে।

রাখাল-ছেলের বাশ

শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোরের বেলা নীল-আকাশে আলোর জোয়ার আসে,
অগাধ মাঠে মাঠের-রাণী সবুজ হাসি হাসে।

একটি দুটি নৌকা চলে উড়িয়ে সাদা পাল,—
ভাটিয়ালীর তালে তালে মাঝি ধরে হাল।

বাঁকা-নদীর বাঁকে বাঁকে তখন ওঠে ঢেউ,
চাঁপার শাখে টুনটুনি গায়—শোনে না তা' কেউ।

কোন গাঁ থেকে মাঠের পথে রাখাল ছেলে আসে,
ভোরের আলো ঝল্‌মলিয়ে নদীর জলে ভাসে।

মধুর সুরে রাখাল-ছেলে বাজায় বাঁশের বাঁশী,
সে সুর শুনে শিউরে ওঠে ঘাসের ফুলের রাশি।

প্রজাপতির পাখায় পাখায় পুলক ওঠে জেগে,—
মৌ-মাতালী মৌমাছিরা উল্‌সে ওঠে বেগে।

নীল আকাশে পুলক লাগে বাঁশীর সুরের ডাকে,
সোণার বরণ কুসুম ফোটে চাঁপার শাখে শাখে।

কেউ না জানে কোন্ সুরেতে রাখাল বাজায় বাঁশী,
সেই সুরেতে জেগে ওঠে শরৎ-মেঘের হাসি।

আমের বনে যে সুর শুনি বোশেখ মাসের বেলা
বাদল-মেঘে আষাঢ় মাসে সেই সুরেরই খেলা।

ঢেউ খেলানো রূপোর মেঘে চাঁদনী-নিঝুম রাতে
সেই সুরটি খেলা করে চপল চাঁদের সাথে।

রাখাল-ছেলের বাঁশী

শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সে স্বর শুনে মা চুমো খায় খোকার সোনার ঠোঁটে,—
ঠোঁট দুখানির ওপর তাহার হাসির লহর ওঠে।

চাঁপা বলে—রাখাল ছেলে বাঁশী বাজাও ভাই,—
তোমার বাঁশী শুনে শুনে ফুট্‌তে আমি চাই।

মাটীর মাঝে নিঝুম ঘুমে ছিলাম আঁধার ঘরে
আলোর বুকে পেলাম ছাড়া তোমার বাঁশীর স্বরে,—

ভোরের বেলা সবুজ মাঠে হাওয়ার দোলা লাগে,
নীল আকাশের সাগর মাঝে আলোর জোয়ার জাগে,-
অনেক দূরে গাঁয়ের দিকে নৌকা চলে ভাসি'—
টুন্‌টুনি গায়—রাখাল ছেলে একলা বাজায় বাঁশী।

—ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়





শাসন

মা রেগে কন্, "মিনুরে আজ শাসন করা চাই,
দুষ্টু অমন কোথাও আর নাই !
লেখাপড়া কাজের বালাই কিছু তো নেই তার,-
ওকে নিয়ে থাকাই হোলো ভার।—
সইবো না আর আমি,
তোমার আদর পেয়েই যে ওর বেড়েছে নষ্টামি
আদুরে অই লক্ষ্মীছাড়াটির
গুণের চোটে পাড়ার লোকে হয়েছে অস্থির !
দিনে দিনেই হচ্ছে কেমন তরো,
আজকে তুমি শাসন তারে করো।"
বাপ্ শুনে কন্ হেসে—
"জানি আমি জানি দুষ্টু যে সে !
আচ্ছা তুমি চুপ্‌টী কোরে থাকো
ভাবনা কোরো নাকো !"

শাসন

শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন সেন

এই বোলে বাপ ডাকেন জোরে, "কোথায় মিনু মাগো
একটু আমার সাম্‌নে এসো নাগো,—
তখন মিনুরাণী,
খেল্‌চে ব'সে সবার সাথে রান্নাঘরে পুতুল-টুতুল আনি'।
বাবার গলা শুন্‌লো যখন, দৌড়ে ছুটে এসে
দাঁড়ালো তাঁর কোলের কাছে ঘেঁসে।
বাপের কাছে মেয়ে
দাঁড়িয়ে থাকে সকৌতুকে মুখের পানে চেয়ে;
বাপ্‌ মেয়েকে আদর কোরে জড়িয়ে ধ'রে বুকে
চুমো খেলেন মুখে,—
তার পরেতে হেসে বলেন "শোনো
—মিনু মাগো, দুষ্টুমি আর কোরোনা কক্ষণো!"—
মিষ্টি হেসে ঘাড় নুইয়ে তার
ব'ল্লে মেয়ে—"আচ্ছা আমি কোর্‌বো নাকো আর!"
এই কথাটি বোলে
মিনু আবার লাফিয়ে গেল চ'লে—
যেখানে তার খেলার সাথী সব
ক'র্‌ছে কলরব!
অবাক হোয়ে দেখেন মাতা শাসন করার ধাত্‌—
হতাশ হোয়ে কপালে দেন হাত।

—মুরারিমোহন সেন



ফুল ফোটা

মাটি খুঁড়িতেছে মালি,—এই কাজ তার,
রৌদ্র পড়ে, জল এনে ঢালে ভারে ভার,
ফুল ফুটে উঠে ভাবে,—ছি, ছি একি লাজ !
আমারে জাগাতে কত আয়োজন আজ,—
এই যে বৃহৎকায় মালি গোল-গাল
ঘুরিতেছে আশে পাশে, হায়রে কপাল,
আমার ফোটার লাগি সমস্ত গৌরব
একা এই অরসিক করে অনুভব ?
হেন কালে ছুটে এল দুটি ভাই বোন্—
সুন্দর সুরভিময় ফুলেরি মতন।
ভাই বলে, "দেখ দিদি ফুল আছে ফুটে।"
হরষে আকুল হয়ে দিদি আসে ছুটে

ফুল ভাবে বাঁচিলাম, সফল জীবন
ফুটিতে অসীম সুখ, ঝরিতে বেদন।

-উমা দেবী



স্বপ্ন-সাধ

মা গো মা বল্‌না মোরে
ওই যে আকাশ মাঝে
রাতের বেলায় তারার দলে
সেজে রঙিন্ সাজে

খেল্‌ছে খেলা মনের সুখে
সঙ্গী সাথী নিয়ে,
ওদের সাথে প্রাণটি ভরে'
খেল্‌ব আমি গিয়ে ?

স্বপ্ন-সাধ

শ্রীযুক্তা মৃণালিনী গুপ্তা

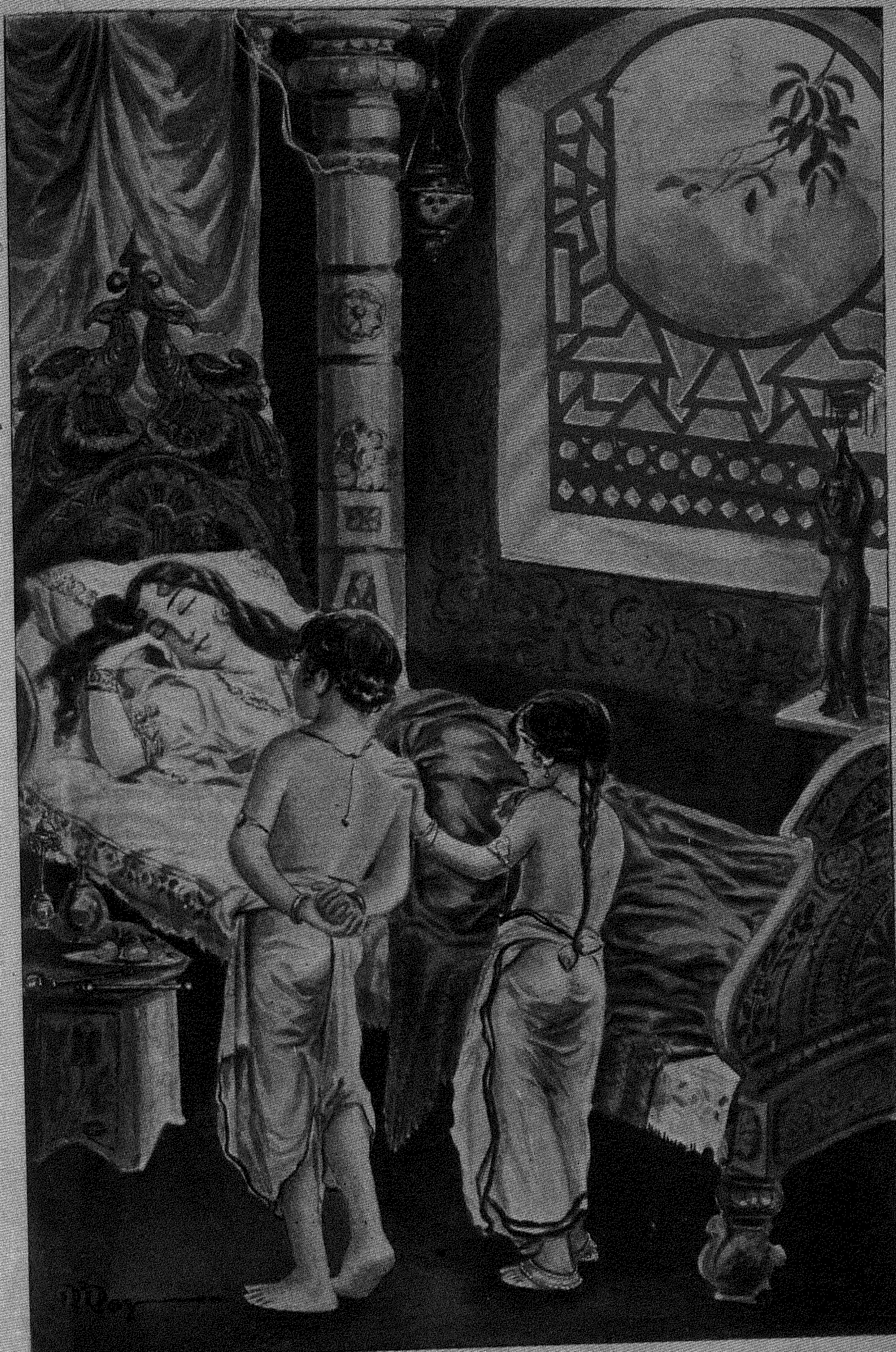
ইচ্ছে করে ওদের মতো
মুক্ত-আকাশ তলে
তুল্‌বো আমি নীল-গগনে,
মিল্‌বো ওদের দলে,—

সাঁঝের বেলায় নিবিড় আঁধার
ঘনিয়ে যখন আসে
তখন আমি উঠ্‌বো ফুটে—
মোদের গেহের পাশে,-

দেখ্‌বে তুমি জান্‌লা পানে
সজল আঁখি মেলে-
আকাশ মাঝে বেড়ায় খেলে
ষ্টু তোমার ছেলে ;

ডাক্‌বে তুমি হাত বাড়িয়ে
'আয়না খোকন্ ফিরে,'
ব'ল্‌বো আমি,—নাই যদি যাই,
ভুলিই ধরণীরে,

কাঁদ্‌বে কি মা আমার তরে
না যদি আর আসি ?
আস্‌বো তবে, ভাবিস্‌নি মা
তোরেই ভালোবাসি ।



স্বপ্ন-সাধ

শ্রীযুক্তা মৃণালিনী গুপ্তা

চাঁদের দেশে তারার রূপে
তোমার খোকা যদি
খেল্‌তে গিয়ে, আর না ফেরে
পেরিয়ে সাগর নদী,

কিচ্ছু তুমি ভেবোনা মা,
তারার পানে চেয়ো
তারি মাঝেই মুখ্‌টি আমার
নিত্যি দেখে যেয়ো,

আমার মনের একটি আশা
ব'ল্‌ছি মা আজ তোরে-
চুপ্‌টি কোরে শোন্‌না মা তুই
বকিস্‌ নিকো মোরে,

ইচ্ছে করে, ওই যেখানে
তেপান্তরের মাঠে,
রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশী,
পদ্ম-দীঘির ঘাটে,

চাঁদের-আলো পড়্‌বে যখন
তাহার শ্যামল বুকে
আমি তখন লহর হ'য়ে
খেল্‌বো অসীম সুখে,

স্বপ্ন-সাধ

যুক্তা মৃণালিনী গুপ্তা

সারা-রাতের খেলার শেষে
ফির্‌বো ভোরের বেলা,
বল্‌বে নাকি মাগো আমায়—
'শেষ হোলো কি খেলা?'

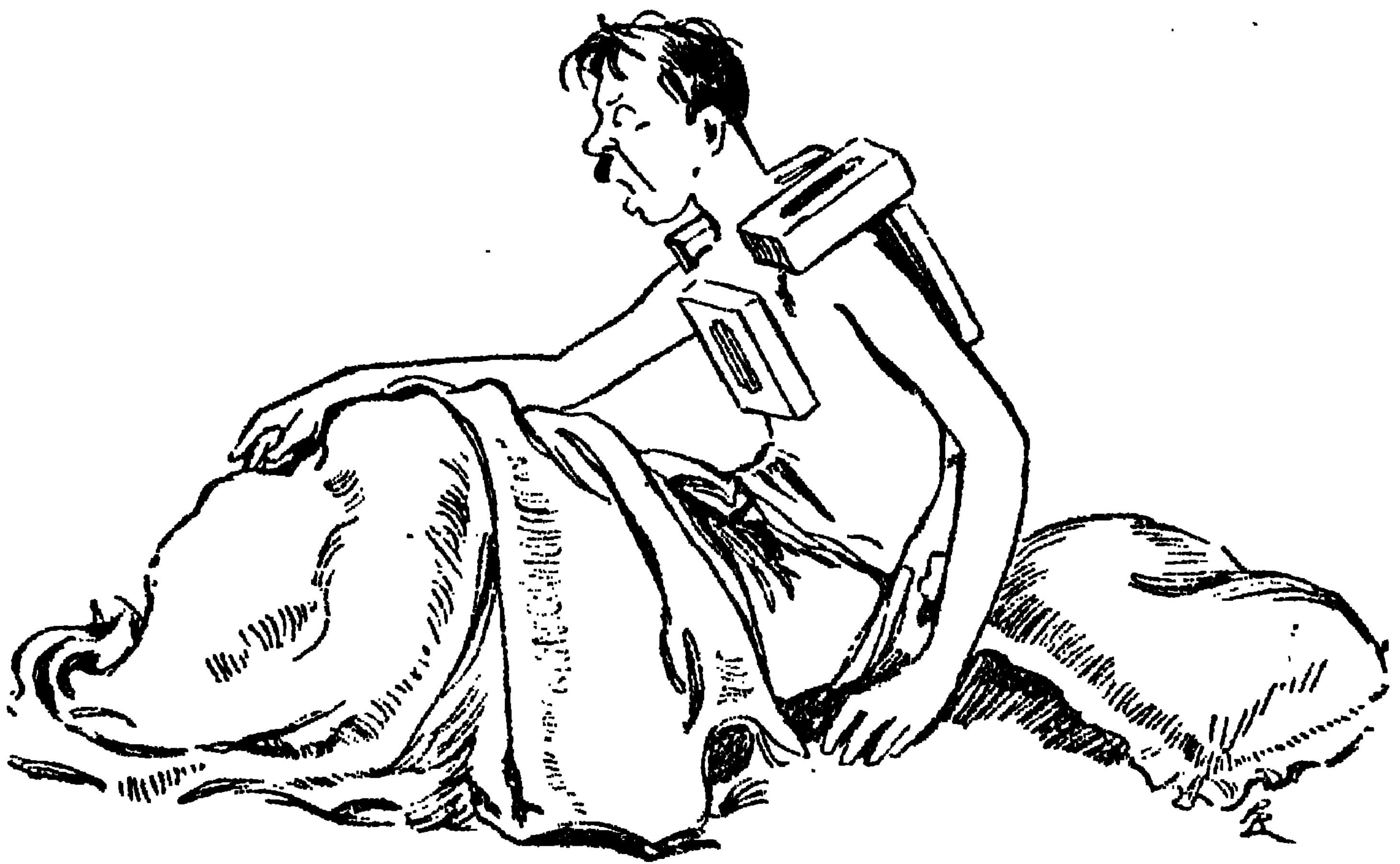
—মৃণালিনী গুপ্তা



হাসি

ঠাণ্ডার গল্প

বিধু বলে—'আজকাল পাটনায় সে কী শীত
শুনে তুই একেবারে হোয়ে যাবি স্তম্ভিত।



ভোর বেলা উঠে দেখি, বুক, কাঁধ, ঘাড়, পিট্—
বরফেতে জমে গিয়ে হোয়ে গেছে ঠিক্ ইঁট্।'

ঠাণ্ডার গল্প

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু

সিধু বলে 'ওতো ভারী,—আমাদের গ্রামটায়
ঠাণ্ডা যে কি রকম শুনে হবি চুপ ঠায়,



ঘুম ভেঙে ঘটি নিয়ে গিয়ে কাছে গাইটার
দুধ দুই যত দেখি এ আবার কী ব্যাপার,-
বিস্ময়ে সোজা হয়ে ওঠে গোঁফ, জুল্‌পী।
বাঁট থেকে ক্রমাগত বের হোলো কুল্‌পী।

গিরিজাকুমার বসু

রামস্থক তেওয়া

এসোছিল এইদেশে রামস্থক তেওয়ারী
অধিবাসী হবে বুঝি 'বুন্দী' কি 'রেওয়া'রি !



বুক ছিল কি দরাজ, কি গভীর পেট্‌টি !
ভুট্টার ছাতু খেত, সের দুই লেট্টা ।

রামসুক তেওয়ারি

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক

আধ্‌সের চানা খেত চিবাইয়া দন্তে,
মিছরির সরবৎ কুস্তির অন্তে

বাঙ্‌লায় কাটাইয়া গোটা দুই বর্ষা
রামসুক তেওয়ারীর পরকাল ফর্সা।

প্রাতে আর সন্ধ্যায় চা ধরেছে নিত্য,
আজ বাড়ে অম্বল, কাল বাড়ে পিত্ত।

কবিরাজ লেগে আছে, লেগে আছে ডাক্তার,
ভুঁড়ি তার কমে গেছে,—বেড়ে গেছে নাক্ তার।

খায় দাদ্‌খানি চাল, ডুমুরের ছেঁচ্‌কী,—
তবু উঠে উদ্গার, কভু ওঠে হেঁচকি।

বড়া, বড়ি, ট্যাব্‌লেট্, পর্পটী-চূর্ণ;
অনুপান, অবলেহে ঘর তার পূর্ণ

ভাঁজিবার মুদ্গর—শৌর্য্যের উৎস
দূরে পড়ে'; খোঁজে আজ মদ্‌গুর মৎস্য।

ভাবেনি সে হবে তার এতবড় 'চেঞ্জ'ই,
পাঞ্জাবী হ'ল তার পুরাতন গেঞ্জি।

অবশেষে অসুখের সংবাদ পাইয়া,
দেশ থেকে ধেয়ে এলো দেশোয়ালী ভাইয়া।

করে' দিলে প্রথমেই চা খাওয়াটা বন্ধ—
বে-ভাষায় বল্লে সে কত কি যে মন্দ।

রামসুক তেওয়ারী

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভোরে ঘোরে খোলামাঠে রামসুক সাথে সে,
তুলসীর রামায়ণ পাঠ করে রাতে সে।

চা ছাড়িয়া রামসুক উঠ্‌লো যে মুটিয়ে,
অর্হরের ডাল খায়, জোয়ারের রুটী হে।

চা খেলেই তাড়া করে,—করে নাক কেয়ার-ই,
খাসা আছে, সুখে আছে, রামসুক তেওয়ারী।

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক



জোড়া-হাঁস

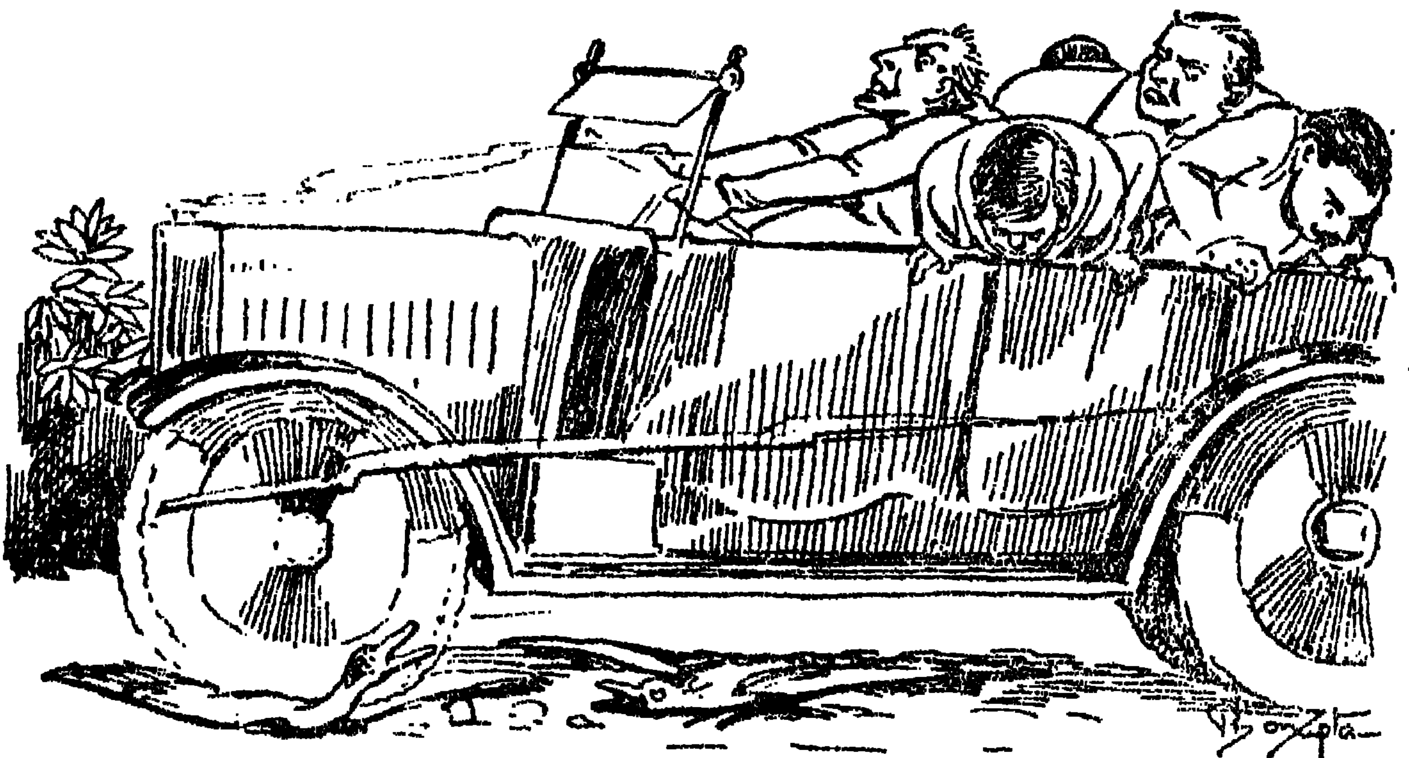
কেনারাম মাইতির বাস পাড়াগাঁয়,—
হাঁস আর ডিম বেচে সুখে দিন যায়।
দুটো ছিল খোঁড়া-হাঁস, রোগা জির্‌জিরে—
খদ্দেরে কেনে না কো, দেখে যায় ফিরে।
কেনারাম মন-ভার, বুক-পেট ভারী
জোড়া হাঁসে এ কি ফাঁশ! লাগে দিক্‌দারী

সহুরে বাবুর দল চড়ে' হাওয়া-গাড়ী
পিক্‌নিকে গাঁয়ে আসে ; কেনা তাড়াতাড়ি
বেচারামে ডেকে বলে,—"হাঁস দুটো আন্—
মুখ তুলে চেয়েছে রে বুঝি ভগবান!
হাঁস এনে রাখি পথে মাঝখানে ঠিক—
উড়ে আসে গাড়ী ওই,—লেগে যাবে টিক্!
ভোঁ-পো ভোঁ-ভোঁ—এলো ওই চট্‌পট্ নে রে,
মাঝ-পথে রাখি হাঁস! কসে ছুট্ দে রে!
লুকো, লুকো ঝোপটার পিছনেতে গিয়ে।
মজা সে যা হবে—ওঃ, বুঝচি তা ইয়ে!"

জোড়া-হাঁস

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

হুর্‌র্‌র্‌র্-ঘ্যাঁকচ্-ঘ্যাঁচ্ !···পড়েছে তলায়।
বেচারামে কেনারাম ডাকে ইশারায়।
গাড়ী থামে দূরে, লাগে বাবুদের তাক্—
থানা-পুলিশের হাতে পিক্‌নিক্ ফাঁক !
কাঁচুমাচু মুখে কেনা এসে কয়,—"এ কি !
আমারি সে জোড়া-হাঁস চাপা গেছে, দেখি।



খদ্দেরে রেখে গেছে, দাম দেছে ফেলে—
কোথা থেকে দেবো হাঁস? যেতে হবে জেলে।
ওহো, হো-হো, প্রাণ যায়,—দুনিয়া আঁধার !
খালি ট্যাঁক্ ওরে বাবা, চাবে গুণোগার !"

ভোঁ-ভোঁ কাঁদে কেনা, বেচা নাক ঝাড়ে ;
শীতের কাঁপন লাগে বাবুদের হাড়ে।

তারা বলে,-"থামো বাপু, মোরা দেবো দাম।"
মাথা নেড়ে কেনা বলে,—"বাবারে, মলাম!"
বাবু যত বলে, 'থামো'—কেনা তত কাঁদে।
হাঁস-চাপা দিয়ে বাবু পড়ে গেছে ফাঁদে!
বাবু দুটো নোট্ দেয়,—হাত পাতে কেনা;
বাবু ভাবে, বাঁচা গেল, শোধ হলো দেনা!



গাড়ী চড়ে' বাবু যায়,—কেনা হেসে কয়,—
"ওরে ব্যাচা, বুদ্ধিতে দ্যাখ্ কি না হয়!
দুটো নোটে কুড়ি টাকা; আরো তার পরে—
হংস-মাংস খাবো হাঃ-হাঃ কেয়া মজা ক'রে!"

—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

গোঁফ চুরি

হেড্ আফিসের বড় বাবু লোকটি বড় শান্ত—
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জান্‌তো ?
দিব্যি ছিলেন খোস্ মেজাজে চেয়ার খানি চেপে।
একলা বসে ঝিম্-ঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে।
আঁৎকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখটি করে গোল—
হঠাৎ বলেন—"গেলুম গেলুম, আমায় ধরে' তোল।"
তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউ বা হাঁকে—পুলিশ,
কেউ বা বলে "কাম্‌ড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস্।"
ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক করছে ঘোরা-ঘুরি
বাবু হাঁকেন—"ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি।"
গোঁফ হারানো ! আজব কথা ! তাও কি হয় সত্যি ?
গোঁফ-জোড়াত তেমনি আছে—কমেনি এক রত্তি ;—



সবাই তারে বুঝিয়ে বলে সামনে ধরে আয়না—
—মোটেও গোঁফ হয়নি চুরি, কক্ষণো তা হয়না

গোঁফ চুরি

সুকুমার রায়

রেগে আগুন তেলে-বেগুন,তেড়ে বলেন তিনি—
"কারো কথার ধার ধারিনে, সব বেটাকেই চিনি,
নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা।
এমন গোঁফত রাখতো জানি শ্যাম-বাবুদের গয়লা।
এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই—"
এই না বলে' জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়!
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়
"কাউকে বেশী লাই দিতে নাই, সবাই চড়ে মাথায়।
আফিসের এই বাঁদর গুলোর মাথায় খালি গোবর
গোঁফ-জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধরে খুব নাচি।
মুখ্যু গুলোর মুণ্ডু ধরে' কোদাল দিয়ে চাঁচি।
গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা,-
গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।

—সুকুমার রায়



মগজের মৌচাকে

মগজের মৌচাকে খোঁচা খেয়ে বোল্‌তা
ভন্‌ ভন্‌ বকে কি যে আবোল-তাবোল তা
চাল নেই, চুলো নেই,—কুলোপানা চক্কর,
দিনরাত ঘোরাঘুরি ছিনিমিনি ছক্কর!



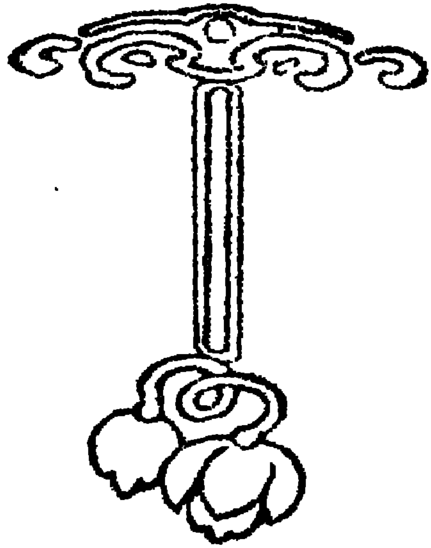
পথ নেই ঘাট নেই, নেই খোলা জাল্‌না
সিঁড়ি বেয়ে ছাদ নেই, আছে শুধু আল্‌না।
ধোঁয়া খায় ফস্‌ ফস্‌, জল খেলে অক্কা
ঢ্যাপ-ঢ্যাপ বাজে যেন পেট-ফাঁসা ঢক্কা।

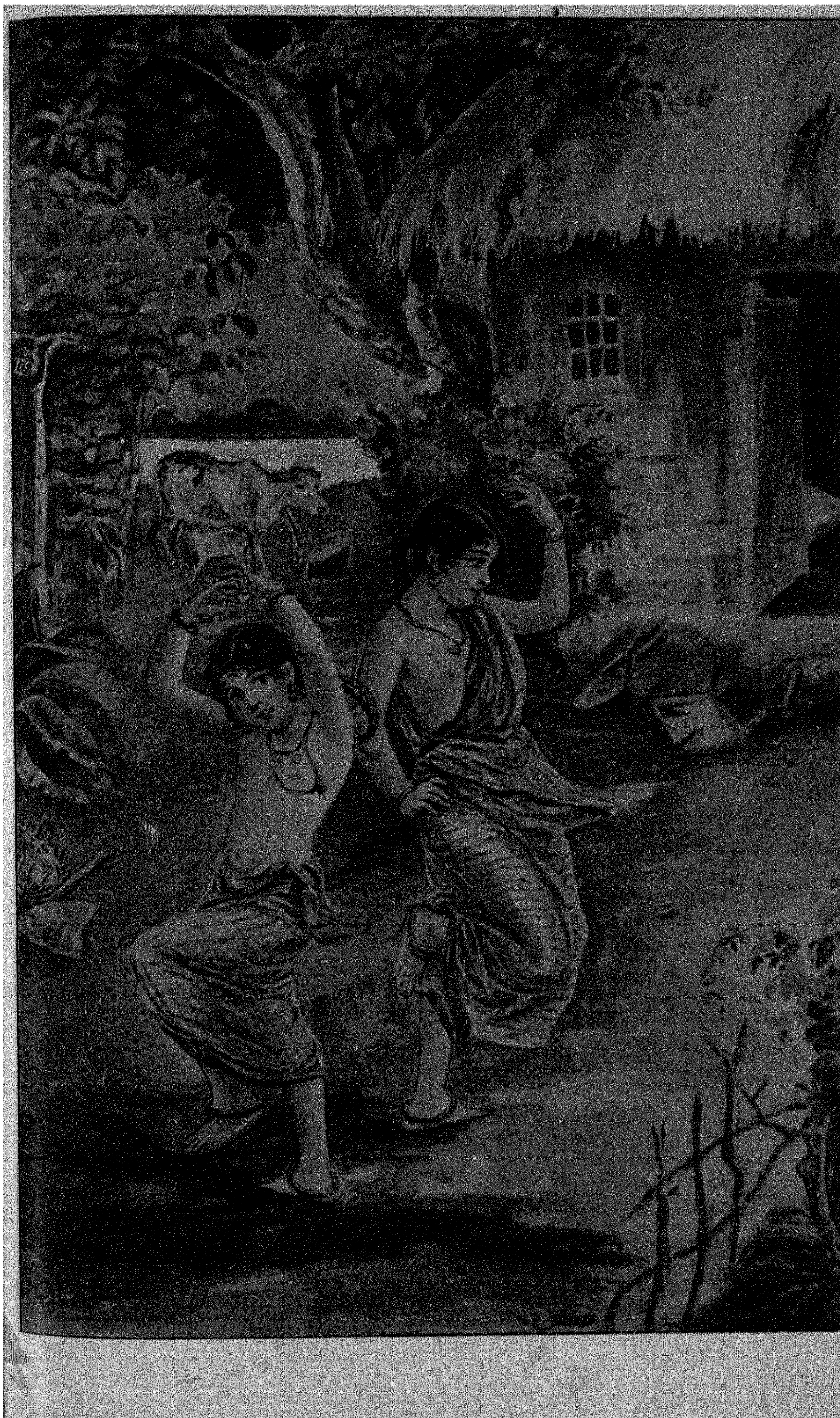
মগজের মৌচাকে

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শন্ শন্ ছোটে তীর ঘনঘোর যুদ্ধ,
তাড়া খাওয়া জাত সাপ কি ভীষণ ক্রুদ্ধ।
জল নেই, ডাঙ্গা নেই, আকাশেতে থৈ থৈ,
দিনরাত সাঁ—সাঁ, হুস্, হুস্—হৈ হৈ!
চাকা ভাঙ্গা গাড়ীখান ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ ঘড়্ ঘড়্—
পিঁপড়ের ডানা উঠে ওড়ে শুধু ফড়্-ফড়্।
তার মাঝে ঘুম দেয় নিধিরাম সর্দ্দার
শিরে তার শিরোপাটা বাঁধা ছিটে-পর্দ্দার।

—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়





শান্ত ছেলে

হুড়ুম্ দাড়াম্,—ঝন্ ঝনা ঝন্! বাপ্‌রে, একি ধুম ধাড়াক্কা,—
কাঁপ্‌ছে বাড়ী, ঝর্‌ছে বালী,—বুকের ভিতর ঢেঁকির ধাক্কা।
ঐ যাঃ! বুঝি ভাঙ্‌লো সার্সি,
গুঁড়িয়ে গেল দেয়াল-আর্সি,
কে আছিস্ রে, দেখরে গিয়ে ফাট্‌ল বুঝি মাথার খুলি!
শুন্‌লুম শেষে হাবু বাবু খেল্‌ছেন ঘরে ডাণ্ডাগুলি।

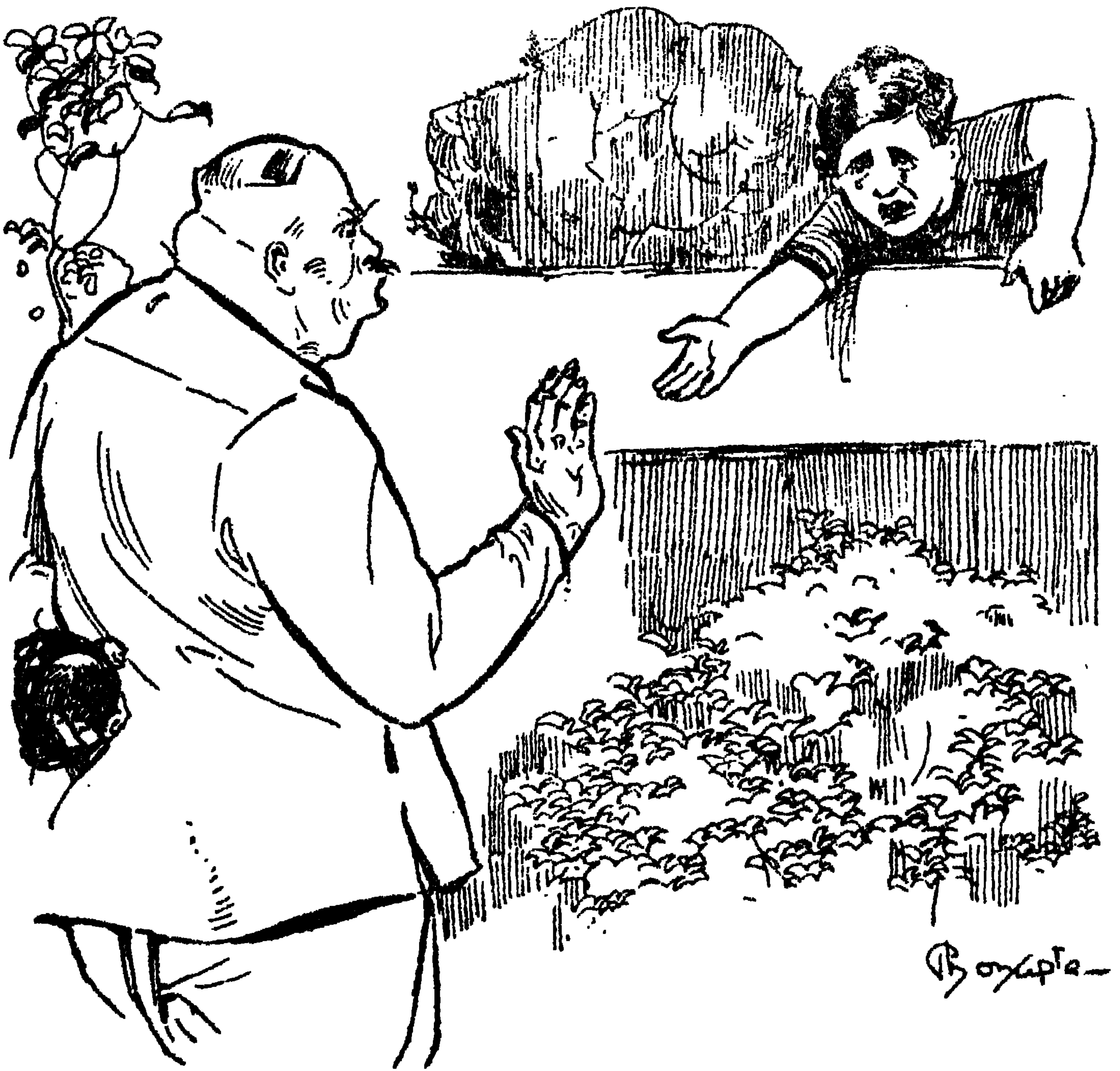
হাবু বাবু ঠাণ্ডা ছেলে, বাপের ক্ষুরে পেন্সিল কাটেন,
পুরুত ঠাকুর বস্‌লে পূজোয় ক্যাঁচ্ করে তাঁর টিকি ছাটেন।
লম্বা সুতোয় বঁড়শী গেঁথে
ছাতের ধারে ওৎটি পেতে
হাবু আছেন ঘুপ্‌টি মেরে,—পথ দিয়ে যায় ফিরিওলা,
ঝাঁকা থেকে অম্‌নি তাহার ফল কি খাবার টেনে তোলা।

হাবু বাবু লক্ষ্মী ছেলে ঘরের মেঝেয় গাব্ব খোঁড়েন,
খোকার মাথায় লাট্টু ঘোরান,—খুকীর পিঠে ধনুক ছোঁড়েন।
'এয়ার গান'টা কাঁধে নিয়ে
শীকার কর্‌তে সেদিন গিয়ে
জলের কুমীর পেলেন নাকো—ছ্যালের গায়ে টিক্‌টিকিটে
মার্‌তে তাকে, লাগ্‌ল আমার চশমাটাতেই গুলির ছিটে।

শান্ত ছেলে

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়

হাবুর ফুটবল সেদিন গিয়ে পড়্‌লো পাশের বাড়ীর ভেতর,
কর্ত্তা তাদের চটে বলেন—"বল দেব না আজ্‌কে রে তোর।
ছেলে-পুলের ভাঙ্‌বে মাথা
ওরে গোঁয়ার, জানিস্ না তা?"



হাবু বলে কাঁদো মুখে—"ভয় কি তোমার ছেলে গেলে;
একটা মোটে বল যে আমার,—তোমার আছে সাতটা ছেলে।"

শান্ত ছেলে

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়

হাবু বাবুর ভরসা কত! চ্যাটালো তার বুকের পাটা!
দিনের বেলায় মার্‌তে পারেন ভূতের টাকে দশটা চাঁটা।
বোনের পায়ে ল্যাং লাগিয়ে
হারিয়ে তারে গ্যান্ ভাগিয়ে,



সন্ধ্যে হলেই চক্ষু বুঁজে,—একেবারে খুলে জামা—
মায়ের বুকে লুকিয়ে বলেন—"ভূতের গল্প শুন্‌বো না মা।"

—হেমেন্দ্রকুমার রায়





পাঁচমিনিটের কর্ত্তা

আজকে বসি' ঠাকুরদাদার কেদারায়
খোকা আমি গিয়েছি তা ভুলিয়া
ছোঁয় না মাটি দুলাচ্ছি তাই দুটি পায়—
খবরের এই কাগজখানি খুলিয়া।

পাঁচমিনিটের কর্ত্তা

কালিদাস রায়

চশ্‌মাটা তাঁর, কানে দিছি লাগিয়ে,—
চোখ ছাড়িয়ে নাকের পরে ঝোলে যে।
গুড়গুড়িটির নলটা নিছি বাগিয়ে—
লাগছে নাকি ঠাকুরদাদা বোলে হে?
কে আছ হে এস দেখি এদিকে,
তামাক দিতে বল না রামনিধিকে।

সাদা কাগজ সাম্‌নে এত, কি লিখি?
পট্‌লা কেন জট্‌লা করিস্ ওখানে!
রোকা নে যা' পাস্তুয়া আর [illegible]
গাম্‌লা ভরে' আন্‌তো গিয়ে দোকানে।
হাস্‌ছ মাখন? মেজাজ আমার বোঝ না,
চাম্‌ড়া পিঠের তুল্‌ব সবার চাবুকে,—
দাঁড়িয়ে আছ? চাবি কোথায় খোঁজ না
গ্রাহ্য তোমার হচ্ছে না যে বাবুকে!
চালাও আজি ঢালাও পোলাও খিচুড়ি
হবে নাক' অভাব কোন কিছুরি।

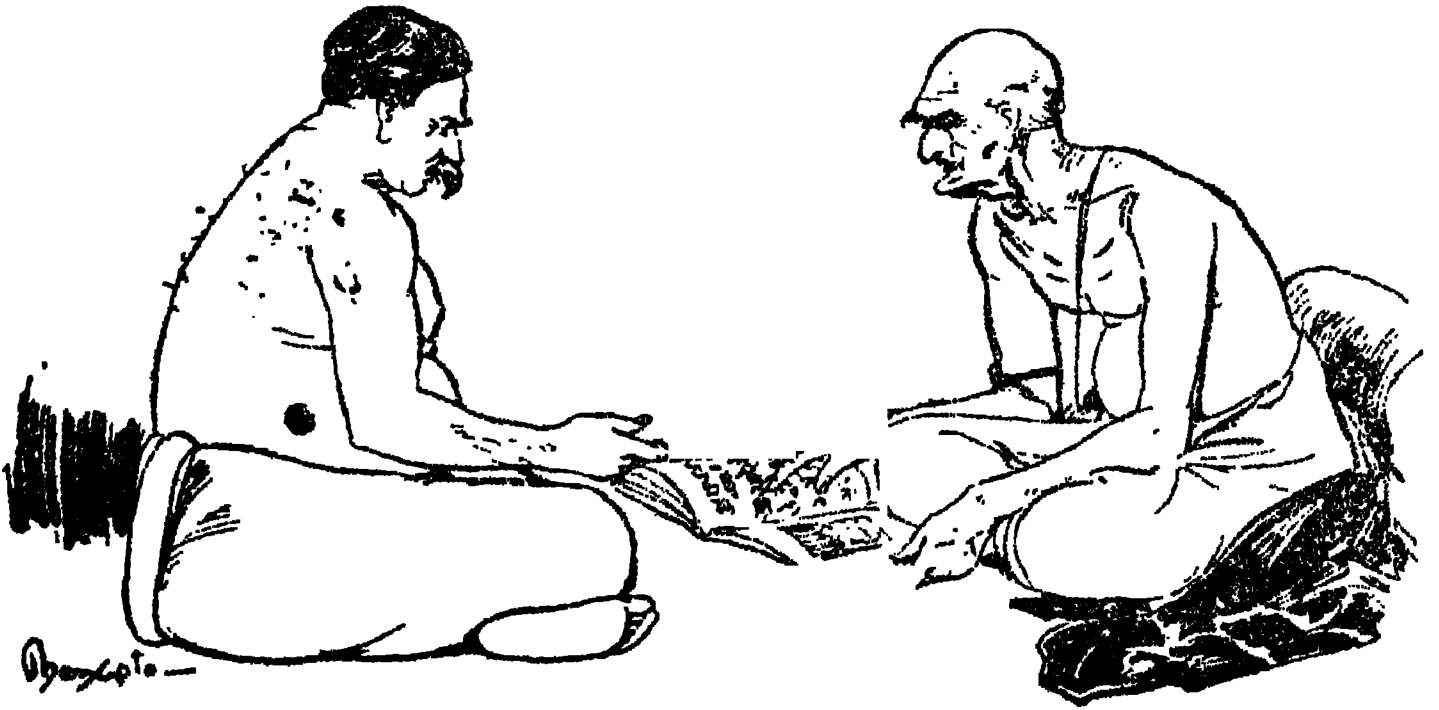
ডাকের চিঠি রাখ্‌বে আমার দেরাজে,
জবাব টবাব লিখব আমি দুপরে—
গ্রাহ্য মোটেই কচ্ছে নাক' এরা যে—
কড়া-শাসন চাই ইহাদের উপরে।

পাঁচমিনিটের কর্ত্তা

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়

অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে কেন হাঁ করে',
ডাক্‌বে মোরে মোটর গাড়ী থামায়ে,
চাদর লাঠি আন্ দেখি রাম ধাঁ করে',
নাপিতও ডাক গোঁপ-দাড়ী নিই কামায়ে।
যাচ্ছ কোথায় ? হয় না বুঝি কেয়ার এঃ
দেখ্‌ছ না যে বাবু তোমার চেয়ারে।

ঠাকুরদাদা যদিই পড়ে আসিয়া
ভাব্‌ছো বুঝি, হব বেকুব বোকাটি ?
হাত বুলিয়ে বল্‌বো আমি হাসিয়া
"এ-ঘরেতে গোল করো না খোকাটি



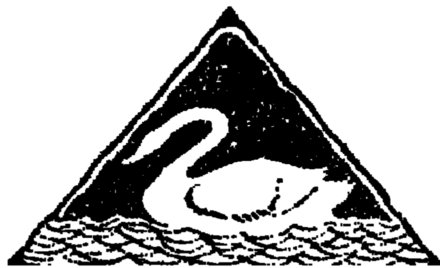
একশত বার মক্‌সো কর লেখাটা
মাধব-খুড়ো আস্‌বে তোমা পড়াতে—
আজ্‌কে যে চাই নামৃতা-ঘোষা-শেখাটা
নইলে প্রহার আছে তোমার বরাতে।

পাঁচমিনিটের কর্ত্তা
শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়

পাকা চুল মোর তুল্‌তে, বাবার মামাকে
ডাক্‌তে না হয় পাঠিয়ে দিও রামাকে।

রোদে রোদে আজ হবে না বেড়ানো
ঘরে ব'সে আঁকবে ছবি শেলেটে
হবে না আম কুড়ানো, নাই এড়ানো
দুধ খাবে আজ ঢেলে চায়ের পেলেটে
পাড়ার যত দুষ্ট ছেলে বকাটে
সঙ্গে মিশে বদ্‌মায়েসী শিখালে—
দুপুর বেলা বন্ধ রবে কপাটে;
ছুটি পেলে পড়লে বেলা বিকালে,
ছাদের 'পরে উড়িয়ে দিবে ঘুড়িটি,
সঙ্গে শুধু থাক্‌বে দিদি-বুড়ীটি।"

—কালিদাস রায়





খাঁদু দাদু

অমা ! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং ?
খাঁদা নাকে নাচ্‌ছে ন্যাদা নাক ডেঙা ডেং ড্যাং।

ওঁর নাক্‌টাকে কে করল্ খ্যাঁদা র‍্যাঁদা বুলিয়ে
চাম্‌চিকে-ছা বসে যেন ন্যাজুড় ঝুলিয়ে,—
বুড়ো গরুর টিকে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং
অমা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙা ডেং ড্যাং।

ওঁর খ্যাঁদা নাকের ছেঁদা দিয়ে টুকি কে দেয় 'টু'—।
ছোড়্‌দি বলে সর্দ্দি ওটা, এ রাম ! ওয়াক্-! থুঃ।
কাছিম যেন উপুড় হয়ে ছড়িয়ে আছে ঠ্যাং !
অমা ! আমি হেসে মরি,—নাক ডেঙা ডেং ড্যাং।

খাঁদু দাদু

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

দাদু বুঝি চীনেম্যান মা, নাম বুঝি চাংচু—
তাই বুঝি ওর মুখটা অমন চ্যাপটা সুধাংশু !
জাপান দেশের নোটীশ উনি নাকে এঁটেছেন !
অমা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙা ডেং ডেং ।

দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়-নাক,
ঘুম দিলে ঐ চ্যাপটা নাকেই বাজ্‌তো সাত্‌টা শাঁখ ।
দিদিমা তাই থাব্‌ড়া মেরে থ্যাব্‌ড়া করেছেন ।
অমা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙা ডেং ডেং ।

লম্ফানন্দে লাফ দিয়ে মা চলতে বেজীর ছা—
দাড়ীর জালে পড়ে যাদুর আট্‌কে গেছে গা ।
বিল্লী-বাচ্চা দিল্লী যেতে নাসিক এসেছেন ।
অমা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙা ডেং ডেং ।

দিদিমা কি দাদুর নাকে টাঙ্‌তে 'আল্‌মানাক্‌'
গজাল ঠুকে দেছেন ভেঙ্গে বাঁকা নাকের কাঁখ ?
মুচি এসে দাদুর আমার নাক করেছে 'ট্যান,'—
অমা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙা ডেং ড্যাং !

বাঁশীর মতন নাসিকা মা মেলে নাসিকে,—
সেথায় নিয়ে চল দাদু দেখন-হাসিকে ।
সেথায় গিয়ে করুন দাদু গরুড় দেবের ধ্যান,—
খাঁদু-দাদু নাকু হবেন, নাক ডেঙা ডেং ড্যাং ।

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম ।

কাণামাছি

চৌরঙ্গীর এক মোড়ের মাথায় মস্ত একটা হোটেল বাড়ি
ফিট্‌ফিটে তিন ফটিকবাবু এলেন চড়ে ফিটন্ গাড়ী।
চেয়ার টেবিল শূন্য সবই,—দুপুর-দুটো তখন মোটে।
খান্‌সামারা অবাক্ হোল—এ-সময়ও খদ্দের জোটে!



ভাব্‌লে,—'হ্যাঁ, তা হতেও পারে,—এরা তো আর সাহেব ন
ভাব্‌না তাদের বন্ধ করে' হাঁক্ পড়িল—'কাম্ অন্ বয়!'
'বয়'-এর কিন্তু বয়েস কত—কেই-বা তাহার হিসাব রাখে?
তিরিশ কিম্বা তেষট্টি হোক্,—'বয়' চিরকাল 'বয়'-ই থাকে।

কাণামাছি

শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত

বাবুদের সব হুকুম হোল—'কোর্ম্মা-পোলাও-কোপ্তা চাই।'
এক একজনে ওড়ান্ ন' ডিস্—এই দিতে এই পাতেই নাই।
তাড়ার-দাপে হোটেল কাঁপে, 'বয়' তটস্থ, ভাঁড়ার ফাঁক,
এক বাবু কন—'এবার ভায়া, চায়ের অর্ডার দেওয়া যাক্।'
চা এলো আর সঙ্গে এলো একুশ টাকার একটি 'বিল্'—
এঁদের তখন পেট ভরেছে, মেজাজ খুশ্ আর দরাজ দিল্।
এক বাবু তাঁর বুক পকেটে হাতটি দিতেই, ঝপাৎ করে'
পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধু তাঁহার অমনি সেটা নিলেন ধরে'।
'করচ কি এ? আরে সে কি? তুমিই দেবে! তাও কি হয়?
এ খাওয়ানটা আমার পালা, আমিই দেব, 'ইধার, 'বয়'।'
'এই ওয়েটার শোন্ কথা শোন্, নিস্‌নে টাকা ওঁর কাছেতে—
এ ধারে আয় দিচ্ছি আমি!'
—'আমি দিচ্ছি—এই ধারেতে।'
বয় বেচারা এধার থেকে কেবল চলে অপর ধারে;
সেখান থেকে আচ্‌কান ধরে' আরেক বাবু টানেন তারে।
মীমাংসা এর ক্রমেই যখন কঠিন হতেও কঠিন হয়—
একজনা কয়—'আচ্ছা, রোসো, ফল কি করে' কালক্ষয়?
এই ওয়েটার, চোখ্‌টা তোমার রুমাল বেঁধে দিচ্ছি কসে',
আর এই আমরা চেয়ার টেনে উল্টো-পাল্টা থাক্‌ব বসে'।
যাকেই তুমি প্রথম ছোঁবে সেই দেবে এই 'বিল্'-এর টাকা—
কেউ আর কিছু কইবে নাকো, এই কথা ঠিক রইল পাকা!'

কাণামাছি

শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত

যেম্‌নি বলা অম্‌নি করা কাণামাছি ভোঁ ভাঁ !
'বয়'-এর চোখ্‌টি বেঁধে দিয়ে বাবুরা দিলেন চোঁ চাঁ !
শূন্য ঘরে চর্‌কী ঘোরে,—শূন্য চেয়ার টেবিল ঠ্যাকে—
চোখের রুমাল খুলে 'ওয়েটার' সর্ষে-ফুলের ফসল ছ্যাখে



কোথায় বাবু ; কোথায় বাবু ; বাবুর দলটি কোথায় আর ?
হোটেল ঘরে 'ওয়েটার' কাঁদে,—বাবুরা সব পগার পার

-রামেন্দু দত্ত



হিসাবী

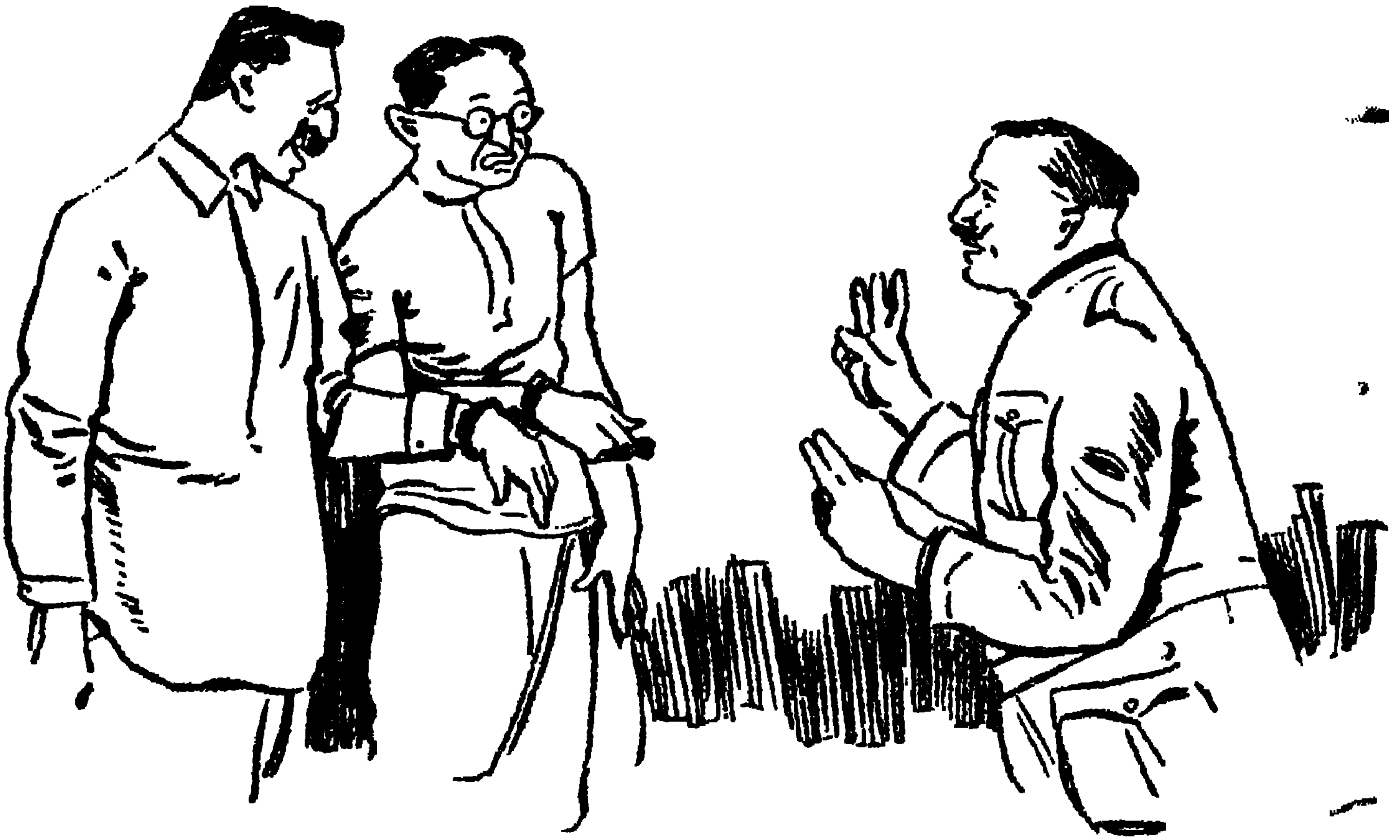
শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়

দেশ জুড়ে প'ড়ে গেছে ধর্ ধর্ শব্দ,
এই বারে পাঁচকড়ি নির্ঘাত জব্দ।
হাতে ফটো, নোট বই, পেন্সিল, ফর্দ্দ,
খুঁজে খুঁজে রামধন হয়ে গেল হদ্দ।
দুনিয়ার পাঁচকড়ি, গঙ্গো ও চট্টো,
সেন, রায়, ঘোষ, বোস্, মিত্তির, ভট্ট ;
চৌধুরী, সরকার, নাগ, সুর, বন্দ্যো,
শাসমল, বিশ্বাস, ধর, কর, চন্দ,
ফটোখানা ধরে পাশে সকলের চেহারার,—
যতই মেলাতে চায় তত হয় মেলা ভার।
কারো আছে চাপ দাড়ি, আসামীর দাড়ি নাই,
চোখ কারো মেলে নাক, এক চোখ টেরা চাই।
কারো রং ধব্‌ধবে, আসামীর রং কালো,
কারো মুখ গোল গাল, চিম্‌সেটে হলে ভালো।
মাথা ভরা চুল কারো, টেকো মাথা আসামীর—
টিয়ানাকী পাঁচকড়ি, কারো নাক জাপানীর।
কারো কান ছোট খাট, আসামীর গাধা কান,
হেঁড়ে গলা আসামীর, কারো বা মধুর তান।
হয়রান হয়ে শেষে 'দুত্তোর' বলে'
রামধন ভাবে যাবে দেশ ছেড়ে চলে।
সহসা মাথায় তার খেলে গেল বুদ্ধি,
চট্ করে ঘরে গিয়ে পরে নিল উর্দি।

হিসাবী

শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায়

টক্ টক্ যোগ করে দেখে নিল ত্রস্ত,
এইবার পেয়েছে সে মোক্ষম অস্ত্র।
চট্ করে ছুটে গিয়ে আসামীর বাড়ীতে,
তার দুটি ভায়ে ধরে, নিয়ে এল ফাঁড়িতে।



গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝট্ করে' লেখায়ে,
হাত কড়া দেয় হাতে দুই ভায়ে দেখায়ে।
এইবার যাবে কোথা ? নাই আর রক্ষা ;
সাধ্য কি আছে কারো তার হাত ফস্‌কা ?
রামধন হেসে বলে, "হিসেবটি সূক্ষ্ম,
তাই নাহি বোঝে যত হাঁদা আর মূর্খ।
তিনকড়ি ছোট ভাই, দু'কড়ি সে মেঝো,
তিনে দুয়ে পাঁচকড়ি কে না এটা বোঝো ?"

—সুবিনয় রায়



দেবের ভর

সাত্ বছরের ছোট্ট ছেলে, ছ্যাব্‌লা ছোঁড়া নন্দলাল,—
কীর্ত্তনেতে গীত গেয়ে ভাই, চিৎ হ'ল তিন সন্ধ্যেকাল।
কয় না কথা, গা' নাড়ে না, চক্ষু মুদি চিৎপটাং—
কেউ বলে—ভাই, ধন্যি ছেলে, দেবভজনায় এম্নি টান্।
হাত পাখাটা চালায় কেহ, কেউবা জোরে বাজায় খোল—
চিৎ হয়ে কেউ কাণের কাছে কর্‌ছে কেবল গণ্ডগোল।
কিন্তু বুঝি শ্বাস বহে না, কাঁপ্‌লো ত্রাসে সবার প্রাণ—
সবাই বলে—'বদ্যি কোথা ? আন্‌রে তারে ডাক্ দে আন্!'
ঠান্‌দি-বুড়ীর নাত্‌জামায়ের সহর ভরি' ডাক ভারী,
তিন তালা এক অট্টালিকায়, পড়্‌ছে নূতন ডাক্তারী।

দেবের ভর

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

খবর পেয়েই, নধর দেহে, আস্‌ল জবর ব্যস্ততায়
'থার্ম্মোমিটার' চাপিয়ে দিয়ে, কব্জি ধরি' বিজ্ঞতায়—

বল্ল সবায়—'ভিড়টা ছাড়ুন, একটা তোপেই সব কাবার,
ধেই করে এই উঠ্‌ছে যাদু, ভয় ভাব্‌না নেইক আর।'

আসলো তখন তিনকড়িদার ভগ্নিপতি গঙ্গারাম
বল্লে—'বাবা ঢের দেখেছি, এর মাঝেতেই এন্নি কাম্‌!

'ট্র্যান্‌সেলেসন্‌' নেয়নি কো কাল, হয়নি পড়া মুখস্ত—
ভির্‌কুটি এই বুজ্‌রুকি সব, ফাঁক না-পড়ার সমস্ত।'

এই না বলে, ইঞ্চি বারো কঞ্চি এনে হায় রে হায়,—
সপাং সপাং চালায় পিঠে—'টু' নাহি কয়, রইল ঠায়!

এমন সময় দৌড়ে এসে বিদ্যাবাগীশ শুদ্ধাচার—
বল্লে 'থামো, করছ কি এ, কার্য্য সবই অজ্ঞতার!

—দেখছো নাকি ভর হয়েছে দেবদেবীদের হায় রে হায়-
মারছো কি আর নন্দলালে? লাগ্‌ছে বেদম তাঁদের গায়।'

এই না বলে, যোড় করে হাত, বল্লে 'ক্ষমো সন্তানে
হে দেব দেবি! যেই বা আছো—অজ্ঞ এসব কি জানে?'

এমন সময় ছুটকি মেয়ে, নন্দলালের ভাগ্‌নেয়ী—
দৌড়ে এসে বল্লে, 'ওগো নন্দমামা করলে কি?

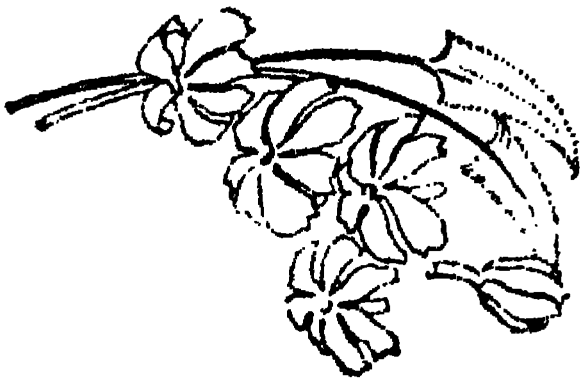
নাকতো ডাকাও, ফাঁক পেয়ে আজ, ক্যাব্‌লা ছোঁড়া ছোঁ'মেরে-
ছিনিয়ে নিল লাল ঘুড়িটা লাটাই সূতো সব কেড়ে।''

দেবের ভর

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

যেম্নি বলা, অম্নি সেথায়, এম্নি হল কাণ্ড সব—
ভাব্‌লে পেটে খিল্ লেগে যায়, আজব মজার মহোৎসব!
তড়াক্ করে' লাফিয়ে উঠে, নন্দা বলে 'কর্‌লি কি ?—
ক্যাব্‌লা এসে কেমনে নিল ?—আগেই কেন বলিস্ নি ?'
এই না বলে কাণ-ধরি' তার, গাল ভরি' এক ভীষণ চড়—
টুকি মেয়ে চেঁচায় বেজায়,—সবাই বলে 'ধর্ রে ধর্।'
বিদ্যাবাগীশ নস্য নিয়ে বল্লে—'এটা কলির দোষ'—
'গঙ্গা বলে—'ভাঙ্‌লো না বেত, রইল আমার এ আফ্‌শোষ্।

—সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়



ছা খোর

বাজী রাখ্‌লে বীর পালোয়ান রামদীন দোবে—
চৌদ্দ পোয়া ছাতু খাবে পাঁচটা টাকার লোভে !



জল মিশিয়ে খেলে পরে অনেক যাবে বেড়ে—
কাজে কাজেই নুন্‌ লঙ্কায় শুক্‌নো দিলে মেরে।

ছাতুখোর

শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

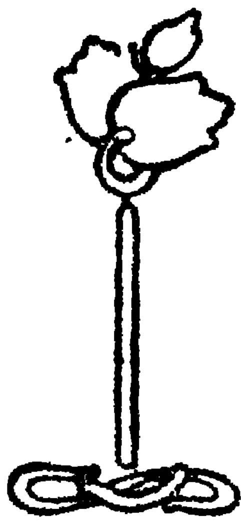
বাজী জিতে' রামদীন ট্যাঁকে গুঁজ্‌লে টাকা,
এদিক দিয়ে পিপাসাতে যায় না জীবন রাখা।

ঢক্‌ ঢক্‌ ঢক্‌ খাচ্ছে জল লোটার পরে লোটা,
পেট্‌টা পেয়ে জলের নাগাল হচ্ছে ক্রমেই মোটা।

পাঁচ মিনিটে হয়ে গেল মস্ত বড় জালা—
এবার কিন্তু হয়ে এলো ফেটে যাবার পালা।

পট্‌ পটাং—পট্‌ পটাং—পট্‌ পটাং পট্‌—
পেট্‌টি ফেটে বেরিয়ে প'লো মস্ত ছাতুর মঠ।

—হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত



—খেলার-খেসারৎ—

খেলিবার নামে মাতে ছেলে বুড়ো চ্যাংড়া—
তাহাদের দেখাদেখি পোলো খেলে ব্যাঙরা !

কিত্ কিত্ খেলা মাঝে কেনারাম কুণ্ডু
খচ্ করে খসাইল ক্যাবলার মুণ্ডু !

হেড্ করে' হকি খেলে ছেলে বড় ষণ্ডা—
পেট ফাঁপে ফুটবলে গোল খেলে গণ্ডা !

গড় করি গড়পারে, গুপীদের গুপ্‌লো
'রাগবীর' ম্যাচ দিতে ময়দানে ডুবল !

'ব্রেকফাষ্ট' খেয়ে ব্রিজ খেলে বিশু বর্ম্মা
স্রেফ্ সাত মাস রয় হ'য়ে নিষ্কর্ম্মা ;

নকড়ির কনে বউ কানুদের শুক্ল,
লুকাইয়া কড়ি খেলি কফে কাশে ভুগ্‌ল !

খেলি 'ছাও ছি' খেলাটা দিন দুই মাত্র
মারা গেল প্যালারাম পহেলিয়া ভাদ্র ।

খেলার-খেসারৎ

শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী

বারগুটি বাঘছাল ঘুঁটি যেই বাট্‌ল—
সেনেদের গিন্নির ছেলে সাপে কাট্‌ল।
তাই বলি খেলিওনা কভু গুলি-ডাণ্ডা,—
চোট্‌ লেগে হ'বে মাথা একেবারে ঠাণ্ডা



গোকুলের কেরাণীটা ট্রেণে খেলি' বিন্তি
হারাইল ঘড়িটারে তাই তারে নিন্দি
দখিন হাতের খেলা খেলো একনিষ্ঠ,
পেটে খেলে জেনো ভাই সয় সদা পৃষ্ঠ!

—অখিল নিয়োগী

সামিয়ানা

চৌধুরীদের সামিয়ানা
বাইরে সেদিন হলো আনা ;
সবাই বলে এ উহারে—"ব্যাপারটা কি, ব্যাপারটা কি ?
চৌধুরীদের ছোট মেয়ের বিয়ে নাকি !"

কেউ বা বলে—"হয়তো নাতির অন্নপ্রাশন—
হ'চ্ছে বিপুল তাই আয়োজন।"
বল্লে কেহ ফিস্‌ফিসিয়ে মিহিন্ সুরে,—
"চৌধুরীদের মেজ ছেলে হয়তো আজি আস্‌ছে ফিরে বিদেশ ঘুরে।



কৌতূহলে স্কুলের ছেলে জুটলো সবাই দলে দলে,
এ উহারে ডেকে বলে—

সামিয়ানা

শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু

"যাত্রা হবে রাত্রে আজি, আস্‌তে হবে সন্ধ্যাবেলা !"
আশে পাশে জমলো বহুলোকের মেলা।

হাটের লোকে, ঘাটের মাঝি, ইষ্টিশানের যতেক কুলী
কাজ কর্ম্ম সকল ভুলি'
সবাই হলো সেথায় জড়ো
যতেক জোয়ান, ছোট বড়।
সবার মুখে একই কথা, হদ্দ ভেবে সবাই তারা,—
সবাই হোলো ভেবে সারা।



ভীড়ের মাঝে দাঁড়িয়েছিল পাড়ার প্রাচীন দীনু বুড়ো
নিতাই এসে বল্লে তাঁরে, "ব্যাপার কিহে বুঝ্‌ছো খুড়ো"

বল্লে আরো হেসে নিতাই
—অনেক দিনের পরে এবার পড়বে পেটে মণ্ডা মিঠাই.
সুঁট্‌কে ভায়া আছি মরে,
ছা-পোষা লোক, জুট্‌বে বেশী কেমন করে !"

ওদিকেতে লাগায় বাজি গদাই এবং পাড়ার হেবো—
বল্লে—"যে ঠিক্ বল্‌বে তারে পাঁচটি টাকা ইনাম দেব।"
গদাই বলে—"চৌধুরী-বৌ ভাঙ্গবে ব্রত রাত্রে আজি।"
বল্লে হেবো—"মান্‌তে আমি একটুও তা নইক রাজী।"
"আস্‌বে আজি জমিদারের জামাই"
ভীড়ের থেকে চেঁচিয়ে বলে রামাই।

এমন সময় তর্‌তরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে এক্কেবারে
চৌধুরীদের নায়েব মশাই নেমে এলেন বাইরে দ্বারে।
সবাই বলে নিশেস ফেলে—"এবার সকল যাবে জানা
আজ্‌কে কেন বার হলো এই বিরাট বিপুল সামিয়ানা।"
সাহস করে' এগিয়ে তখন বল্লে গাঁয়ের নন্দ-গোঁসাই—
"—সামিয়ানা বাইরে কেন, ব্যাপারটা কি নায়েব মশাই !!

সামিয়ানা

শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু



কাষ্ঠ হেসে গোঁপ পাকিয়ে বল্লে তখন নায়েব মশাই—
" উই ধরেছে সামিয়ানায়,—বাইরে রোদে দিয়েছি তাই।"
—সুনির্ম্মল বসু

-শেষ-